মদিনার-গৌরব।

মীর মোশাররফ হোসেন প্রণীত।

১৪।১ নং ডাক্তার কমমহোসেন লেন, কড়েয়া হইতে

মীর আশরফ হোসেন ব্রাদার্স দ্বারা

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

কলিকাতা

৪এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে

শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২০ সাল।

মূল্য ।০ আনা মাত্র

প্রিয় পাঠকগণ সমীপে লেখকের নিবেদন।

পরম কারুণিক খোদাতাআলার আদেশে হজরত মোহাম্মদ মস্তফা (দঃ) মক্কা নগর হইতে পবিত্র মদিনা শরিফে যে হেজরত করেন, সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই "মদিনার-গৌরব" লিখিত হইল। হেজরতের সন তারিখ এস্‌লাম জগতে হিজরী সন পরিচয়ে অতি প্রসিদ্ধ ভাবে পবিগণিত হইয়া আসিতেছে। হেজরতের কারণ কি ? এবং মদিনাবাসীগণের নিকট হজরত কিরূপ গৌরবান্বিত ভাবে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাই "মদিনার গৌরব।" মুসলমান ভ্রাতৃগণ ইহাব আদি অন্ত একবাব পাঠ কবিলেই আমাব শ্রম সার্থক মনে কবিব।

গোবর্চাদ রোড, ৩৬ নং
কলিকাতা।
হিঃ ১৩২৩, বাং ১৩১৩। } মীর মোশার্‌রফ হোসেন।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থকার শ্রদ্ধাস্পদ পূজ্যদেব এখন আর ইহ জগতে নাই। তিনি আমাদিগকে অনন্ত শোকসাগবে ভাসাইয়া চির শান্তি ময় অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন। খোদা তায়ালা তাঁহার আত্মার মঙ্গল বিধান করুন। মদিনার গৌরবের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের পাঠক বর্গেব নিকট সানুনয় প্রার্থনা, পুস্তক পাঠ কালীন স্বর্গীয় গ্রন্থকারের মুক্তি ও শান্তির জন্য দয়াময় বিশ্বপতি সমীপে প্রার্থনা করিবেন।

১৯৮১৩
কলিকাতা। } মীর আশরফ হোসেন।
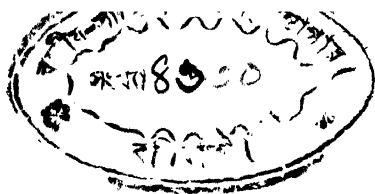
মদিনার গৌরব।

১ম সর্গ।

ত্রিযাম অতীত নিশি আরব গগণে,
চলিয়াছে তারাদল লয়ে সঙ্গিগণে।
মধ্যাকাশে পূর্ণশশী হেলিয়া দুলিয়া—
পশ্চিম গগণ প্রান্তে যাইছে চলিয়া।
সাড়া শব্দ নাহি আর নগর ভিতরে,
নিস্তব্ধ হয়েছে মক্কা শুপ্ত ঘরে ঘরে?
কেবল খর্জ্জুর শাখা বায়ুর তাড়নে,
শন্ শন্ শব্দ করে আন্‌চান্ মনে।
রাজ পথে মানুষের সমাগম নাই,
কোন কার্য্যে কার গতি, নাহি কোন ঠাঁই।
নিশাচর পেচকেরা পাখা শাট মেরে,
উড়িয়া পড়িছে ডালে বুঝিবার ফেরে।
নীরব নিস্তব্ধ ভাবে হইয়া গম্ভীর,
স্বাভাবিক শব্দ যাহা আছে প্রকৃতির।

সেই নৈশ প্রাণ স্পর্শী মহা শব্দ বিনে,
কোন শব্দ নাহি পশে কাহার শ্রবণে।
নিশীথ সময়ে কেহ হয়ে স্থির ধীর,
কাণ পেতে শুনে যদি গতি পৃথিবীর।
অনেকে প্রকৃতি গতি বুঝিতে পারিবে,
নিরূপম শব্দ এক কাণে প্রবেশিবে।
সেই মহাশক্তিশালী জগত নিধান,
তাঁর গুণ গায় এই—স্বভাব বিধান।
যেই কর্ণে সেই ধ্বনি করিবে প্রবেশ,
সেই সে বুঝিতে পারে কোথা পরমেশ
নিশীথ সময়ে মক্কা নগর ঘুমায়,
নিদ্রার আবেশে সবে অচেতন প্রায়।
এমন সময় সেই নব তত্ত্ব বহ,
গৃহের প্রাঙ্গণে খাড়া সঙ্গে নাই কেহ।
কি যেন গভীর চিন্তা হইয়াছে মনে,
ভাবিছেন নির্ব্বাকেতে দাঁড়ায়ে সেখানে।

ছয়শত দ্বাবিংশতি খ্রীষ্টীয় সনেতে,
বহু লোক আসিয়াছে মক্কার মেলাতে।
বৎসর বৎসর হয় মেলা এ সময়,
দেশ দেশান্তর হ'তে জন স্রোত বয়।

তাই আরো ভয় হয় না জানি কি হয়,
হজরতের প্রাণ দেহে রয়-কি না রয়।
অন্য জনে বলিলেন কোন চিন্তা নাই,
যাঁর কার্য্য রক্ষিবেন তিনিই সদাই।
তবে নিরাপদ স্থানে করিলে গমন,
অতি উচ্চ অঙ্গে হবে ধর্ম্মের সাধন।
ধন মান প্রাণ চিন্তা আছে যেই স্থানে,
পূর্ণ ভাবে এই চিন্তা না হয় সেখানে।
হইবার যাহা তাহা অবশ্য হইবে,
কিছু বাধা বিঘ্ন মাঝে বিলম্বে ঘটিবে।
এখন যেরূপ দশা হয়েছে সবার,
ক্ষণ কাল এ নগরে থাকা নহে আর।
যদি নবী মদিনায় করেন গমন,
হইবারে পারে পূর্ণ মঙ্গল সাধন।
স্বাধীন ভাবেতে ধর্ম্ম করিয়ে প্রচার,
হইবেন মান্যমান জগতে সবার।
এস্লাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ কোথা না পশিবে
জগতের অন্ধকার ক্রমে বিনাশিবে।
শক্তিশালী হইবেক মোস্লেম সকল,
কার সাধ্য প্রকাশ্যেতে প্রকাশিবে বল।
হজরতে লইয়া যাব এই কথা স্থির,
চির কীর্ত্তি রবে ভাই মদিনা বাসীর।

এস্লামের সত্য ধর্ম্ম, উপ ধর্ম্ম নয়,
কে যেন অন্তর মাঝে এই কথা কয়।
স্থির মনে স্থির কর্ণে আর শুনা যায়,
মোহাম্মদ কার্য্য ক্ষেত্র হবে মদিনায়।
ধন্য ধন্য মদিনার গৌরব বাড়িবে,
মদিনার পবিত্রতা জগতে ঘোষিবে।
চল শীঘ্র চল অই দেখা যায় গিরি,
আকবা রয়েছে খাড়া শূন্য ভেদ করি।
পরস্পর আর কথা বলিতে বলিতে,
উপস্থিত হইলেন "আকবা" গিরিতে।
ভিন্ন ভিন্ন পথ হতে ক্রমে যাত্রিগণ,
জুটিলেন এসে সবে, সবে একমন।
একত্র হইল সবে আকবা গুহায়,
সংখ্যায় সত্তর জন শাস্ত্রে লিখা যায়।
সত্তর জনের মধ্যে নারী দুইজন,
দীক্ষিত হইতে ধর্ম্মে করে আকিঞ্চন।
সকলে একত্র হয়ে কথা ভাঙ্গ চুর—
করে, সবে মন খুলে আলাপ মধুর।
এক কথা একমনে স্থির করে সবে,—
হজরতের সঙ্গে কথা কাহারা কহিবে।
সুস্থির করিয়া স্থির হয় যাত্রীদলে,
রজনী হইছে গত পলে অনুপলে

৩য় সর্গ।

পিতৃব্য আব্বাছে লয়ে ক্ষণকাল পরে ;
উপস্থিত হজরত আকবা গহ্বরে।
মদিনা বাসীরা সবে হজরতে দেখিয়া,
খাড়া হয় এক যোগে সম্মান করিয়া।
হজরত প্রিয় ভাষে, করি সম্ভাষণ,
সুমিষ্ট ভাবেতে সবে করি সম্বোধন।
রজনীর গভীরতা বায়ু গহ্বরের—
ভেদ করি, বার্ত্তাবহ নূতন ধর্ম্মের—
জলদ গম্ভীর ভাষে কহে ভ্রাতাগণ,
স্থির মনে সকলেই করুন শ্রবণ।
বুদ্ধি শক্তি বিবেকের বিষম তাড়নে
সমুৎসুক হইয়াছ এ ধর্ম্ম গ্রহণে।
তাই এত কষ্ট পেয়ে স্বদেশ ছাড়িয়া,
ভয়ঙ্কর শত্রু মাঝে আসিছ দৌড়িয়া।
এস্লামের জ্যোতি-কণা হৃদে না পশিলে,
আসিতে না এ নিশীথে,—আকবা অচলে।
কিন্তু ভাই এই ধর্ম্ম করিলে গ্রহণ,
ধন মান জ্ঞাতি বন্ধু আত্মীয় স্বজন ;—
দারা সুত স্বদেশের মায়া পরিহরি,
হয় ত হইতে হবে পথের ভিখারী।

২

অপবাদ ও গঞ্জনা—সহিতে হইবে,
তবে ত ঈশ্বর প্রেমে মজিতে পারিবে।
নিত্য নিত্য নব নব বিপদ আসিবে,
অপবাদ ঝঞ্ঝাবাতে ঘিরিয়ে বসিবে।
মৃত্যুকে হৃদয় হ'তে করি আলিঙ্গন,
প্রস্তুত থাকিতে হবে সদা সর্ব্বক্ষণ।
মানবের কটু উক্তি ও বিদ্রূপ বাণেতে,
সঙ্কুচিত আতঙ্কিত অথবা ভয়েতে,—
সেই সত্য ধর্ম্ম ভাবে সন্দেহ কারণ,
ঘৃণাক্ষরে মনে যেন না হয় কখন।
সম্মান সম্ভ্রম স্বার্থ ত্যজিতে হইবে,
তবে ত ঈশ্বর প্রেমে মজিতে পারিবে।
সেই সত্য স্বধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে,
করিতে হইবে পণ জীবনের সনে।
সুখে দুঃখে বিপদেতে শান্তির সময়,
সেই এক একেশ্বর সকল আশ্রয়।
ইহকাল পরকাল গতি সেইজন,
সেই প্রভু পরমেশ সত্য সনাতন।
পূর্ণ হয় তাঁর ইচ্ছা আমি কিছু নয়,
মন্দতেও নহে আমি ভালতেও নয়।
ইহলোক পরলোক সব লোক তাঁর,
তিনি ভিন্ন গতি নাই আমা সবাকার।

অপূর্ব্ব নগর শোভা মেলার কদিন,
আড়ম্বরে পূজা হয়,—প্রথা চিরদিন।
কাবাগৃহ প্রতিমায় রয়েছেপূরিয়া,
পূজা দেয় ভক্তগণ বাদ্য বাজাইয়া।
মাথাঠুকে সকলেই করে প্রণিপাত,
দেখি হজরতের প্রাণে লাগেরে আঘাত।
এ সকল ভাব দেখে হজরতের মন,
আকুল হইয়া করে নীরবে রোদন।
খড়্গ হাতে গুপ্ত ভাবে শত্রু পাছে ফেরে।
সুযোগ পাইলে মাথা কাটে অকাতরে।
হাশেম বংশের ভয়ে কোরেশের দল,
প্রকাশ্যে হজরত প্রতি প্রকাশিয়ে বল।
প্রাণ সংহারিতে নারে তাই এতদিন,
সুযোগ সুবিধা খোঁজে তারা রাত্তদিন।
দয়াময় পরমেশ রাখেন যাঁহারে,
তাঁরে কি অপরে কিছু করিবারে পারে?
তত্রাচ অশান্তি ভয়ে হজরত রসুল,
সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবিয়া আকুল।
দিবসে প্রকাশ্য স্থানে কিবা রাজ পথে,
না যাইয়া থাকিতেন আপন-গৃহেতে।
সংগোপনে গৃহমাঝে লয়ে শিষ্যগণ,
করিতেন আরাধনা স্থির করি মন।

নানা দেশ হ'তে যাত্রী এসেছে মক্কায়,
মহানন্দে সবে মন দিয়াছে মেলায়।

পূর্ব্ব হতে মদিনার অধিবাসিগণ
এস্লাম ধর্ম্মেতে আস্থা করিবে স্থাপন।
মনন করেছে তারা এস্‌লাম ধর্ম্মের,
রীতি নীতি মূল তত্ত্ব ধাম্মিক জনের—
সাহায্যে করিয়া শিক্ষা মনের আঁধার,
দূর করে মান্যমান হইবে সবার।
রহিয়াছে পৌত্তলিক যারা মদিনায়
সত্যধর্ম্ম এস্‌লামের জ্বলন্ত প্রভায়—
তাদের উপরে করি কর্ত্তৃত্ব বিস্তার,
করিবে প্রাধান্য লাভ আশা সবাকার।
পাঁচশত নর নারী মদিনা হইতে,
ধর্ম্ম লাভে এসেছিল মক্কার মেলাতে।
গত বর্ষে অল্প সংখ্যা আসিয়া মক্কায়,
ধর্ম্মের আলোক লয়ে দেশে চলে যায়।
সেই অল্প সংখ্যাতেই হয়েছে বিস্তর—
অন্তরের অন্ধকার গিয়াছে অন্তর।
তাই তারা এইবারে করিয়াছে পণ
হজরতের মনোনীত কোন এক জন।

জ্ঞান বৃদ্ধ উপদেষ্টা লয়ে মদিনায়,
শুনিবে ধর্ম্মের কথা মনে যাহা লয়।
নির্জ্জনে হয়েছে কথা হজরতের সনে,
আর কথা স্থির হবে অতি সংগোপনে।
হজরত বলেছেন শুন শুন সবে,
যার মনে যেই কথা সেইখানে কবে।
শেষ রাত্রে দেখা হবে তোমাদের সনে,
আকবা পর্ব্বত গুহা থাকে যেন মনে।

তাই নুর নবী এই নিশীথ সময়,
নিদ্রা ত্যজি উঠেছেন চিন্তিত হৃদয়।
এ ঘোর রজনী কালে বিদেশীর সনে,
সাক্ষাতে কি ফল হয় ভাবিব কেমনে
চারিদিকে শত্রুদল রয়েছে ঘিরিয়া,
নাজানি কি হয় শেষে আশায় পড়িয়া।
শেষে করিলেন স্থির কিছু ভয় নাই,
ঈশ্বরের কার্য্যে কেন আমি ভয় পাই।
বিপদ কাণ্ডারী তিনি তিনিই আশ্রয়,
তাঁর কার্য্যে বল মন কিসে এত ভয়?
তাঁরই এ দেহ মন, তাঁরই এ জীবন
তাঁরই হাতে শত্রু মিত্র জীবন মরণ।

এতে আর কার ভয় কাহারে ডরাই,
চল মন আকবার পর্ব্বতেতে যাই।
কায় মনে হজরত ঈশ্বর ভাবিয়া—
ত্যজিয়া শয়ন শয্যা প্রাঙ্গণে আসিয়া।
দাঁড়াইয়া ভাবিছেন যুক্তি স্থির করি,
চল মন আল্লা বলে আকবার গিরি।
দৈব বশে হজরত আব্বাস্ তখন,
নিদ্রা ভঙ্গে উঠিলেন মন উচাটন।
প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টি হইলে পতিত,
হজরতে একা দেখে হইয়া চকিত।
এস্লাম ধর্ম্মের আলো অন্তরে তাঁহার,
প্রবেশ করিয়া দূর করেনি আঁধার।
তত্রাচ স্নেহের বশে জিজ্ঞাসে তখন,
বল বাছা যাবে কোথা করেছ মনন ?
নিশীথ সময় একা যাইবে কোথায়,
শত্রুগণ লেগে আছে তব পায় পায়।
প্রকাশ্য গোপন ভাবে সর্ব্বত্র রয়েছে।
লইতে তোমার প্রাণ কত কি করেছে,
গুপ্ত হত্যা অস্ত্রাঘাতে বিষের সহায়,
যাহাতে সুবিধা পায় বধিবে তোমায়।
তাই বলি একা একা এ ঘোর নিশায়,
কোথা যাও বাপধন! বলনা আমায় ?

বলিলেন হজরত পিতৃব্য চরণে,
আকবা পর্ব্বতে যাব করিয়াছি মনে।
যে কারণে যাইবেন পর্ব্বত গুহায়,
বলিলেন বিস্তারিয়ে তাহা সমুদায়

---

*   ‡   *   *   *

শুনিয়া আব্বাস বীর কহেন তখন,
যাও বাবা রক্ষা কর প্রতিজ্ঞা পালন।
ধর্ম্ম উপদেশ দিতে নিষেধ করি না,
কিন্তু তোমা একা যেতে দিতে ত পারি না।
চারিদিকে শত্রুকুল রয়েছে তোমার,
অজানা অচেনা তারা লোক মদিনার।
কি কৌশলে কোন ছলে লইয়া তোমায়,
না জানি কি করে কোন বিপদ ঘটায়।
ভালরূপে চেনা শুনা জানা নাহি হ'লে,
বিশ্বাস করিতে নাই আগন্তুক দলে।
নগর বেড়িয়া আছে তব শত্রুগণ,
যাইতে দিব না একা তোমারে কখন।
আমি তব সঙ্গে যাব প্রহরী সাজিয়া,
এই আমি আসিতেছি সজ্জিত হইয়া।

আসিলেন আব্বাস ক্ষণকাল পরে,
কোমরে কাটার ঝোলে তরবারি করে
চর্ম্ম সহ তীর ধনু তূণীর সহিতে
ঝুলিতেছে পৃষ্ঠোপরি আজানু লম্বিতে।
বর্শাদণ্ড বাম হস্তে করে চক্ মক্।
চপলা চমকে যেন তাহার ফলক।
বর্ম্মে আঁটা বীরবাহু সহ বক্ষস্থল,
খচিত উষ্ণীষ শিরে করে ঝলমল।
চল বাবা মোহাম্মদ চল ত্বরা করি,
আব্বাস চলিল সঙ্গে হইয়া প্রহরী।
আব্বাসের প্রাণ দেহে থাকিতে,—তোমার
কোন ভয় নাই যেন—প্রতিজ্ঞা আমার।

২য় সর্গ।

ভিন্ন ভিন্ন পথে কেন যাইতেছে এরা—
এ ঘোর নিশাথ কালে এ পথে কাহারা?
এক পথে এক সাথে একত্র যাইতে,
হয় নি সাহস বুঝি তাই এ ভাবেতে।
ভিন্ন ভিন্ন পথে যায় চঞ্চল ভয়েতে,
না জনি কি ঘটে আজ এ ঘোর নিশীথে

মদিনার দল মাঝে যাঁহারা প্রধান,
চলেছেন তাঁহারাই হয়ে সাবধান।
কি জানি কোরেশ দল কোথায় রয়েছে,
সন্ধানি সন্ধান জেনে পিছে লাগিয়াছে।
রহিয়াছে অন্ধকারে ঘেরা চতুর্দ্দিক,
তবু যায় ফিরে চায় এদিক ওদিক।
চন্দ্রমা গিয়াছে ডুবে শুধু তারাদল,
বিভাষে হীরক জ্যোতি আকাশে কেবল।
ঘনঘটা আড়ম্বর আকাশেতে নাই,
রজনীর স্বাভাবিক দৃশ্য ফোটে তাই।
এত সে ভারত নহে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে
স্বাভাবিক নভঃ শোভা হেরিতে নিশিতে।
সাধ্য নাই করে তাহা মেঘের কল্যাণে
প্রায় নাহি যায় মেঘ আরব গগনে।
তাই নিশি হাসিতেছে তারকা ছটায়,
অই দেখ শৈলমালা দূরে দেখা যায়,
অই ত আকবা গিরি দেখা যায় দূর,
তবু পথিকের মন করে দুর্ দুর্।
কোরেশের চক্ষে প'লে আর রক্ষা নাই,
বধিবে সবায় ধরে করে এক ঠাঁই।
আর কথা উঠিতেছে হৃদয় মাঝারে
একা নবী আসিবেন বল কি প্রকারে ?

শত্রু ভাব কোরেশের চক্ষে দেখিতেছি,
মুহূর্ত্তের আশা নাই প্রমাণ পেয়েছি।
দেশময় যাঁর শত্রু মিত্র কেহ নাই,
আসিবেন কি প্রকারে ভাবিতেছি তাই।

আকবা—

যাত্রী মধ্যে ২য় এক জ্ঞানবৃদ্ধ মদিনাবাসী মৃদু
মৃদু স্বরে বলিলেন—

শত্রুভয় আছে বটে, তাও দেখিতেছি,
আর এক কাণ্ড দেখে অবাক্ হয়েছি।
এত নির্য্যাতন মাঝে কেমনে এমন,
হইল দেখ ত ভেবে কি শুভ লক্ষণ।
ঐশ্বরিক শক্তি ভিন্ন বলিব কি আর,
কি কৌশলে কার বলে হ'ল এ প্রকার।
দেখ দেখি কি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে,
সত্য ধার্ম্মিকের দল ক্রমে বাড়িতেছে।
হাব ভাব দেখে যেন মোর মনে কয়,
সত্বর হইবে ভবে এস্লামের জয়।
গত বর্ষে দেখে যাই মাত্র কয় জন,
এবারে সংখ্যায় বৃদ্ধি দেখি বহু জন।
কিন্তু শত্রুভয় ভাই বড় বাড়িয়াছে,
ক্রোধের আগুণ যেন পঞ্চমে উঠেছে।

এই ভাবে এস্লামের ধর্ম্ম বীজ জ্ঞান,
বুঝিয়া থাকহ যদি হয়ে জ্ঞানবান।
তবে এই নব ধর্ম্মে হইয়া দীক্ষিত,
নূতন জীবন লাভে হও হরষিত।

মদিনা বাসীরা কহে সবে সমস্বরে,
প্রস্তুত হয়েছি মোরা অন্তর বাহিরে।
নব ধর্ম্মে সুখ দুঃখ যাতে আছে যাহা,
মনের সংযোগে মোরা বুঝিয়াছি তাহা।
বহুদিন অলোচনা আমরা করেছি,
ভাল মন্দ ফলাফল সকলি বুঝেছি।
এই নব ধর্ম্মে মোরা দীক্ষিত হইলে,
জ্বলিতে হইবে ঘোর শত্রুতা অনলে।
অথবা বিপদ জালে পতিত হইব,
দুঃখের অতল জলে ডুবিয়া পড়িব।
চারি দিকে শত্রুদের বিভীষিকা ময়,
ছবি দেখে কাঁপিবেক সবার হৃদয়।
যাহা যাহা বলিলেন সকলি বুঝেছি,
জেনে শুনে দৃঢ় হয়ে হুজুরে এসেছি।
যায় যাবে ধন মান ধর্ম্মের কারণে,
যায় যাবে এই প্রাণ ধর্ম্মের সাধনে।

যায় যাবে দারা সুত আত্মীয় স্বজন,
স্বধর্ম্ম রক্ষিব মোরা করিয়াছি পণ।
ধর্ম্মের সাধন হেতু আত্ম বি র্জ্জিব,
জগতের মায়া দয়া সকলি ত্যাজিব।
বিঘোর বিপদ আর মহা মহা ভয়,
তুচ্ছ করি আপনাকে দিব যে আশ্রয়।
ঈশ্বরও আপনার কার্য্যের কারণ,
প্রস্তুত হয়েছি মোরা সকলে এখন।
যে যে কার্য্যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে,
হইবে; করুন আজ্ঞা সদানন্দ চিতে।

হজরত মোহাম্মদ প্রফুল্ল অন্তরে,
কোরাণের কোনপদ পড়েন সুস্বরে;
তাহার ভাবার্থ হয় এরূপ প্রকার,
ঈশ্বর করুণাময় করুণা আধার।
জীবন্ত জ্বলন্ত তিনি দয়ার অপার,
অনন্ত শক্তির দয়া, অনন্ত প্রকার।
শুনি ভক্তগণ মন হয়ে বিচলিত,
বহি দুই চক্ষে ধারা বক্ষ প্লাবিত।

আমাদের সকলের এই অভিলাষ,
স্বয়ং হজরত কথা করুন প্রকাশ।
শুনিয়া তাঁহার কথা সকলি বলিব,
আমাদের মনোভাব ক্রমে প্রকাশিব।
মান্যমান গুরুজন মুখে যাহা চাই,
সেইরূপ বলেছেন তাতে কথা নাই।
শোণিতের আকর্ষণ আছে সঙ্গে যার,
তারি মুখে এইরূপ কথার প্রচার।
ইহাতে অন্যায় মোরা কিছু ভাবি নাই,
হজরতের মুখে কথা শুনিবারে চাই।
ঈশ্বর সম্বন্ধে আর সম্বন্ধে তাহার,
কি কার্য্য করিতে হবে আমা সবাকার।
প্রকাশ করুন প্রভু স্বয়ং মুখেতে,
শুনুন মদিনাবাসী আপন কাণেতে।
হজরত মোহাম্মদ শুনি এ বচন,
কোরাণের কোন অংশ করায়ে শ্রবণ।
কহিলেন শুন সবে মন স্থির করি,
কি কি কার্য্য ঈশ্বরের কি কার্য্য আমারি।

আমার সহিত এই অঙ্গীকার চাই,
বাধ্য অনুগত মোর থাকিবে সদাই।

সম্পদ বিপদ সুখ দুঃখের কারণ,
আনুগত্যে নাহি হবে সঙ্কোচ কথন।
নিষেধ বিধান বিধি মানিয়া চলিবে,
অনুযোগে ভৎর্ষণায় ভীত না হইবে।
সঙ্কুচিত হইবে না সত্য গ্রহণেতে,
জানিও সত্যই শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব বিধি মতে।
তোমাদের নিকটেতে হ'লে উপস্থিত,
করিবে সাহায্য মোর অন্তর সহিত।
দারা সুত স্ব জীবন যেরূপ প্রকারে,—
রক্ষা কর, সেই রূপ রক্ষিবে আমারে।
আমাকে করিলে রক্ষা স্বর্গ লাভ হবে,
চিরকাল তোমাদের বংশ সুখে রবে।

জারাবার পুত্র এক আসাদ নামেতে,
সম্বোধিয়ে হজরতে, কহে এই মতে।
অনুমতি দিন প্রভু প্রতি এ দাসের,
নিবেদন করি কথা আমার মনের।
স্পষ্টতই দেখা যায় সকল ব্যাপারে,
সহজ ও দুষ্কর কার্য্য রয়েছে মাঝারে।
যে আদেশ হইয়াছে মোদের উপর,
সাধারণ সম্বন্ধেতে সে কার্য্য দুষ্কর।

মদিনা বাসীরা বলিলেন –

হজরত নিকটেতে পাইলে অভয়,
করি এক নিবেদন যদি আজ্ঞা হয়।

* * *

দিব্য চক্ষে দেখিতেছি এই পুণ্য স্থান,
ঘিরিয়াছে চারিদিক আসিয়া শয়তান।
এই স্থানে ধর্ম্ম গীত যে জন গাইবে,
নিশ্চয় তাদের হাতে প্রাণ হারাইবে।
নাহি জানি ঈশ্বরের কিবা আছে মনে,
জ্ঞানহীন জনে তাহা বুঝিব কেমনে।
তবু যেন মন মাঝে এই কথা কয়,
সময়ে এস্থানে হবে এস্লামের জয়।
এখন শয়তান দূর হবে না মক্কার,
তাই ত প্রার্থনা মোরা করি বার বার।
কৃপা করি এইক্ষণ চলুন মদিনা,
নির্ব্বিঘ্নে হইবে তথা ঈশ্বর অর্চ্চনা।

— ——

মহা জ্ঞানী আব্বাস বলেন তখন,
শুনহে মদিনাবাসী আমার বচন।
আপনারা মান্যমান স্বদেশে প্রধান,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মদিনার অতি জ্ঞানবান।

অবিদিত নহে কথা সর্ব্বত্র প্রচার,
হাশেম বংশের মান্য জগতে অপার।
সেই বংশে মোহাম্মদ জনম লইয়া,
উজ্জ্বল করেছে বংশ ধর্ম্ম প্রকাশিয়া।
আমাদের মধ্যে তার অতি উচ্চ পদ,
স্বজাতির মধ্যে তার বিবিধ সম্পদ।
বংশের উজ্জ্বল মণি অমূল্য রতন,
সমগ্র সমাজে তার অত্যুচ্চ আসন।
দিন দিন তার দল বৃদ্ধি হইতেছে,
সত্যের আলোকে মিথ্যা ক্রমে সরিতেছে।
সময়ে হইবে তার অখণ্ড প্রতাপ,
বিধর্ম্মিরা করিবেক শত পরিতাপ।
নিশ্চয় এস্লাম ধর্ম্ম জগতে ছাইবে,
পৃথিবীর কোন অংশ বাকি না রহিবে।
সত্য সার, স্বার্থ হীন অতি দৃঢ় পণ,
নিজ সুখে জলাঞ্জলি দেয় যেই জন।
নিরাশ্রয় নিঃসহায় এত শত্রু মাঝে,
দেখ তার ধর্ম্ম ভেরী কত জোরে বাজে।
যদিও তাহার মতে মোর ঐক্য নাই,
কিন্তু তার নিকটস্থ আত্মীয় সবাই।
যতদূর সাধ্য মোরা রক্ষিব তাহায়,
এত দিন রক্ষিয়াছি আমরা সবায়।

কি করিবে শত্রু কুল কিছু ভয় নাই,
আমরা প্রস্তুত আছি একাদশ ভাই।
কিন্তু তার মনোভাব ভাবেতে বুঝেছি,
তাই অমি স্পষ্ট ভাবে কিছু বলিতেছি।
প্রাণাধিক মোহাম্মদ তোমাদের সনে,
মদিনায় থাকিবেন করেছেন মনে।
সর্ব্বদা অশান্তি আর কাটাকাটি ভাব,
ধর্ম্ম কার্য্যে মহা ক্ষতি পুণ্যের অভাব।
তার চেয়ে দূরে গিয়ে নিরাপদ স্থানে,
করিতে ধর্ম্মের সেবা বিহিত বিধানে।
তাই তোমাদের সনে মিলিত হইয়া,
রহিবেন শান্তি ভাবে মদিনায় গিয়া।
তোমরাও করিয়াছ এই আকিঞ্চন,
যাতে তিনি মদিনায় করেন গমন।
উভয়ের মনোভাব একত্র হইয়া,
ফলিবে উৎকৃষ্ট ফল মিলিয়া মিশিয়া।
কিছু সন্দ নাই তাতে মনে বলিতেছে,
তবে কোন কথা ভাই মনে উঠিতেছে।
শত্রু ছাড়া স্বধু মিত্র কোন স্থানে নাই,
রক্ষিতে পারিবে তারে বল দেখি ভাই ?
শত্রুর আক্রম হ'তে অত্যাচার হতে,
পারিবে কি মোহাম্মদে তোমরা রক্ষিতে ?

বুদ্ধি বল বাহু বল সাহসের বল,
একত্র করিয়া বুঝ তোমরা সকল।
নিজ বলাবল নিজে যত বুঝা যায়,
অপরে সহজে বল বুঝিবে কি তায়?
সাহসে নির্ভর করি যদি রে দাঁড়াও,
এক মনে এক যোগে এক পথে যাও।
দৈব বশে যদি তাহে হও পরাজয়,
কোন দুঃখ নাহি তাতে জানিও নিশ্চয়।
পারিব কি না পারিব সন্দ হয় মনে,
কার মনে কিবা আছে জানিব কেমনে?
মনেতে এরূপ যদি হয় ভাবোদয়,
মোহাম্মদে তোমাদের লওয়া যুক্তি নয়।
লইও না মোহাম্মদে কভু মদিনায়,
সম্মানে রাখিব মোরা তাহারে হেথায়।
স্বজাতির মধ্যে সেই উৎসাহ আদরে,
রক্ষিত হইবে—তার কেবা ক্ষতি করে?
বুঝিয়ে আপন বুঝ সরল মনেতে,
কহ কথা শুনি ভাই, বুঝি সত্য মতে!

মদিনা বাসীরা বলিলেন

মহামান্য অব্বাস করি নিবেদন,
আপনার কথা সব বুঝেছি এখন।

প্রাচীন পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি
এস্লামের অধীনতা আজ্ঞা শিরে ধরি,—
যে আজ্ঞা শিরেতে মোরা ধারণ করেছি,
মহৎ কর্ত্তব্য জ্ঞানে মানিয়া লয়েছি।
অনুরাগে এই আজ্ঞা করেছি পালন,
আমাদের ছিল বহু আত্মীয় স্বজন।
প্রভুর আদেশে মন কঠিন করিয়া,
বাহির হয়েছি মোরা স্বজন ত্যজিয়া।
ভয় করি নাই কারে ভীত হই নাই,
সত্য পথে দাঁড়াইতে এইরূপ চাই।
আমরাই মদিনার মহা মান্যমান,
ধনে জনে সর্ব্ব সুখে সবার প্রধান।
আমাদের উপরেতে কর্ত্তা কেহ নাই,
সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব করি আমরা সবাই।
এখন মনের কথা খুলে বলিতেছি,
যাঁহা হ'তে সত্য ধর্ম্ম সন্ধান পেয়েছি।
যাঁহারে করেছে ত্যাগ আত্মীয় স্বজন,
সাহায্য করিতে ক্ষান্ত, যাঁরে বন্ধুগণ।
জন্মভূমি শত্রুভূমি হইয়াছে যাঁর,
আজ্ঞাবহ কিঙ্কর হইয়াছি তাঁর।
বিশুদ্ধ বিশ্বাস আর প্রেমের সহিতে,
শ্রেয়ঃ বোধ করিয়াছি অধীন থাকিতে।

লোকের নিকটে এই কার্য্য গরহিত,
কত জন চক্ষে ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত।
সংসারী হইয়া কেহ এরূপ কার্য্যেতে,
অগ্রসর নাহি হয় মনের বলেতে।
কেবল ঈশ্বর যাঁর যথার্থ সহায়,
সেই পারে এই পথে আসিতে ত্বরায়।
সেই পরমেশ যাঁরে সুপথ দেখান,
তিনি ভিন্ন সাধ্য নাই অন্য কেহ যান।
যাঁরে সেই দয়াময় করেন গ্রহণ,
তিনি হন অগ্রসর এই ত বচন।
যেই আজ্ঞা করিলেন আমাদের প্রতি,
জ্ঞান ও বিশ্বাস আর সহায়ে পারিতি।
আন্তরিক বাচনিক যোগেতে স্থাপন,
করিতেছি অঙ্গীকার প্রভুর সদন।
কায়মন চিত্তে এই করি অঙ্গীকার,
আমাদের আপনার যিনি সর্ব্ব সার।
সেই পরমেশ সনে অঙ্গীকার করি,
বদ্ধ হইতেছি সবে তাঁরই নাম স্মরি।

আপনার দেহ রক্ষা করিবার তরে,
আমাদের দেহ ঢাল হবে অকাতরে।

আপন জীবন আর দারা সুত গণ,
রক্ষা করি যে প্রকারে সদা সর্ব্বক্ষণ।
তাহাতেই আপনায় সতত রক্ষিব,
করিলাম অঙ্গীকার যত দিন জীব।
পূরণ করিলে এই সত্য অঙ্গীকার,
পরিপূর্ণ হবে সত্য ঈশ্বরের ধার।
যদি কভু ভঙ্গ করি এই অঙ্গীকার,
ঈশ্বর অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে সবাকার।
তার জন্য মহা পাপী নারকি হইব,
ধর্ম্ম কর্ম্ম পুণ্য আদি সব বিসর্জ্জিব।
ঈশ্বরে আশ্রয় করি সবে বলিতেছি,
দৃঢ়রূপে সত্যতায় সহায় করেছি।
পরমেশ আমাদের সতত সহায়,
সত্য পথে রাখিবেন আমা সবাকায়।

অনন্তর হজরত কহেন সকলে,
ঈশ্বরের কার্য্য যাহা শুন যাই বলে।
কায়মনে এক মাত্র তাঁহাকে পূজিবে,
কাহাকেও তাঁর সঙ্গে অংশী না করিবে।
সেই এক একেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান,
তিনিই জগত প্রভু সবার প্রধান।

আমার নিজের কথা বলিব কি আর,
রাখিও মনেতে সদা পূর্ব্ব অঙ্গীকার।

আবু আলী আসাদের নিজ সহচর,
কর জোড়ে কহিলেক হজরত গোচর।
স্বজাতির মনে যে যে অঙ্গীকার ছিল,
আজ হৈতে সে সকল বাতিল হইল।
যত দিন আমাদের ধর্ম্মে না আসিবে,
তত দিন শত্রু ভাব সতেজে চলিবে।
ঈশ্বর কৃপায় যদি আপনার দিন,
কুদিন ঘুচিয়া গিয়ে হয় শুভ দিন।
জয় যুক্ত হ'য়ে শেষে স্বগণ মায়ায়,
আমাদের মায়া ত্যজে আসুন হেথায়।
সে সময় আমাদের কি দশা ঘটিবে,
ভাবিতেও ভয় হয়, সর্ব্বস্ব যাইবে।
কোন্ পথে যাব মোরা আশ্রয়ে কাহার,
হায়! কি দুর্দ্দশা হবে আমা সবাকার।

হজরত ঈষদ্ হাস্যে কহেন তখন,
অস্থির হয়ো না শুন, স্থির করি মন।
আমার দেহের রক্ত রক্ত তোমাদের,
তোমাদের দেহ রক্ত আমার দেহের।

হইবে জীবন শেষে কবর যথায়,
আমার কবর হবে জানিও তথায়।
জীবন মরণে সবে তোমরা আমার,
মরণ জীবনে আমি তোমা সবাকার।
তোমাদের ভালবাসা বান্ধব যাহারা,
আমারও ভালবাসা বান্ধব তাহারা।
তোমরা ধরিবে অসি বিরুদ্ধে যাদের,
আমিও ধরিব অসি বিরুদ্ধে তাদের।
তোমরা করিবে যুদ্ধ যাহাদের সনে,
আমিও করিব যুদ্ধ তাহাদের সনে।
তোমরা করিবে সন্ধি যাদের সহিত,
আমিও করিব সন্ধি তাদের সহিত।
এইরূপ বাঁধা বাঁধি প্রতিজ্ঞা হইয়া,
দীক্ষা কার্য্য শেষ হয় হাতে হাত দিয়া।
দীক্ষা পরে হজরত সব শিষ্যগণে,
"আন্‌সার" উপাধি দেন সহাস্য বদনে।
এখনও আন্‌সার বংশ আছে বর্ত্তমান,
আববেতে আন্‌সারিরা গণ্য মান্যমান।
কার্য্য শেষ করি সবে হইয়া বিদায়,
যে পথে যে এসে ছিল সেই পথে যায়।
হজরত পিতৃব্য সহ আকবা হইতে,
আসিলেন স্বীয় বাসে রজনী থাকিতে।

৪র্থ সর্গ।

মদিনাবাসীরা সব নিজ স্থানে গিয়া,
পরামর্শে বসিলেন সকলে মিলিয়া।
এ নগরে আমাদের থাকা নহে আর,
কোরেশগণের ভাব বুঝে উঠা ভার।
এস্লাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ আমরা পেয়েছি
এই নিশা আকবায় দীক্ষিত হয়েছি।
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়ে হজরতের সনে,
করিয়াছি অঙ্গীকার মোরা জনে জনে।
ধন প্রাণ এ জীবন তাঁহার কারণ,
উৎসর্গ করিয়াছি হয়ে এক মন।
শুনিলে এ সব কথা কোরেশের দল,
অবশ্য প্রস্তুত হয়ে প্রকাশিবে বল।
বলে হ'ক ছলে হ'ক পরাণে মারিবে,
কিছুতেই আমা সবে তারা না ছাড়িবে।
ডাকিয়া কহিছে মনে "হইলে প্রভাত,
কোরেশেরা করিবেক বড়ই উৎপাত।
তোমরাও সে উৎপাতে প্রতিশোধ নিতে,
খাড়া হবে অস্ত্র শস্ত্রে স্বজন সহিতে।
শেষে রক্তা রক্তি হয়ে যাবে কত প্রাণ,
কাজ কি এ গোলযোগে কররে প্রস্থান।

এখনি মদিনা দিকে সবে চলি যাই,
মহা গোলযোগ হ'তে বাঁচিব সবাই।
যাঁহারা বাণিজ্য হেতু হেথা থাকিবেন,
মোদের প্রস্থান কথা তাঁরা বলিবেন।
চলিয়া গিয়াছি মোরা নিশীথ সময়,
ক্ষান্ত হবে কোরেশেরা ইহাতে নিশ্চয়।

সকলেরই মনে কথা ভালই লাগিল,
মদিনা যাইতে সবে প্রস্তুত হইল।
চলিল "আন্‌সার" দল কোমর বাঁধিয়া,
প্রভাতের পূর্ব্বে যায় নগর ছাড়িয়া।
রজনী প্রভাত হয় সূর্য্যের উদয়,
দলে দলে কোরেশেরা আসি এই কয়।
বণিক দলের তারা করেনি গমন,
এসেছিল তারা সুধু বাণিজ্য কারণ।

ক্রমে কোরেশের দল আসি এই বলে,
কারা গিয়াছিল রাত্রে আকবা অচলে?
এসলাম ধর্ম্মেতে দীক্ষা হইয়া কাহারা?
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়ে এসেছে যাহারা।

কৈ তারা কোথা গেল দেখি না ত আর,
তোমরা ত সদাগরি করিতে এবার—
আসিয়াছ এ নগরে, কেনা বেচা তরে,
যারা সব এসেছিল মোহাম্মদ তরে।
কই তারা কোথা গেল কাকেও দেখি না,
দেখিয়াছি গত কল্য আজি ত দেখি না।
বল বল তারা সব কোথায় রয়েছে,
শুনিব মোহাম্মদ সনে কি কথা হয়েছে।
আমাদের দেশে এসে আমাদের অরি,
যারে মোরা প্রাণ মন হ'তে ঘৃণা করি।
তারই সঙ্গে সত্য বন্ধে মিত্রতা করিয়া,
নির্ব্বিঘ্নে আপন দেশে যাইবে চলিয়া।
আর কথা পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিহরি,
প্রবঞ্চক যাদুকর কথা মান্য করি।
দীক্ষিত হইয়া সবে ধর্ম্মেতে তাহার,
মরণ জীবন সঙ্গী করি অঙ্গীকার।
অমনি চলিয়া যাবে চক্ষে ধূলি দিয়া,
তাহ'লে কোরেশ নাম যাইবে ডুবিয়া।
বল বল তারা সব গিয়াছে কোথায়?
এখনি যাইব মোরা আছে যে যথায়।

কহে এক বাক্যে সবে সদাগরগণ,
মদিনা নগরে তারা করেছে গমন।
নিশি শেষে কোথা হ'তে সকলে আসিয়া,
ক্ষণকাল পরামর্শ করিল বসিয়া।
তার পরে সমস্বরে "আল্লাহ রসুল",
করিয়া তুমুল রব আনন্দে আকুল।
জাগিলাম মোরা সবে কম্পিত হৃদয়,
তাহাদের হাব ভাব দেখে হ'ল ভয়।
বেস্‌মেল্লা বলিয়া তারা হইল বাহির,
নির্ভয়ে চলিয়া গেল যেন ধর্ম্ম বীর

শুনিয়া কোরেশগণ অগ্নি সম জ্বলে,
অস্থির হইয়া সবে এই কথা বলে।
এখনি চলিয়া যাও যত বীরগণ,
নানা পথে নানা স্থানে কর অন্বেষণ।
অশ্ব আরোহণে কেহ দ্রুতগতি যাও,
শত্রুগণ পাছে পাছে সাবধানে ধাও।
ধর গিয়ে বেড় দিয়ে ধর ধর ধর,
আসিতে যে নাহি চায় তারে বধ কর।
কাটা মুণ্ড লয়ে এস এখনি মক্কায়,
বিলম্ব ক'রনা আর যাও হে ত্বরায়।

মদিনার বণিকেরা কহে পরস্পরে,
পাবেন উচিত শিক্ষা দেখা হ'লে পরে।
তোমরা মক্কার লোক ভাব মনে মনে,
পারিবে না তোমাদের সনে কেহ রণে।
পর বল ভাল রূপে পরীক্ষার পর,
নিজ বল প্রতি কর পরেতে নির্ভর।
অনিশ্চিতে অজানিতে বিনে পরীক্ষায়,
তাহাদের মাথা কেটে আনা বড় দায়।
তাহারাও কম নহে তোমাদের হ'তে,
পরাস্ত না করি মাথা আনিবে কি মতে।
তাহারা নির্জ্জীব নহে নহে ত দুর্ব্বল,
ধর্ম্ম বলে বাড়িয়াছে চতুর্গুণ বল।
এদের ক্ষমতা নাই তাদের ধরিতে,
তাহারাই ধরে নিবে হাসিতে হাসিতে।
যদিচ উভয় দলে সংখ্যায় সমান,
কিন্তু তারা ইহাদের হ'তে বলবান।
এতক্ষণ তাহারাও বসিয়া ত নাই,
বহু দূরে গেছে চলে একত্রে সবাই।

৫ম সর্গ।

কোরেশের দল যবে অশ্ব দাপটিয়া,
মুখে রব ধর ধর দিও না ছাড়িয়া।
বহু দূর চলে যায় ঝড়ের আকার,
বালুকা উড়িয়া পথে করিছে আঁধার।
কোন দিকে ছুটে অশ্ব প্রান্তর মাঝারে
মুখে মার মার শব্দ, নাহি মারে কারে।
অই ধর অই ধর অই দেখা যায়,
সত্যই দেখে চেয়ে অই কারা যায়।

সত্যই দেখেন সবে অদূরে দু'জন,
যাইতেছে পদব্রজে হয়ে এক মন।
ধর ধর বলে সবে ঘিরিল যাইয়া,
কোথা যাবি আর তোরা দেখ না চাহিয়া।
কেহ বলে যাবি কোথা ধরেছি ধরেছি,
দুজনায় দুই মাথা এই কাটিতেছি।

সাহসে নির্ভর করি দাঁড়ায় দুজন,
কি কারণে আমাদের করিবে নিধন।
বলে কার কি দোষেতে দোষি হইয়াছি ,
কিছু করি নাই মোরা দেশে যাইতেছি।

আমরা মদিনাবাসী মদিনা যাইতে,
কেন বাধা দেও বল আছে কি মনেতে
কি কারণে আমাদের প্রতি এত রোষ,
বলেছি কাহারে কিবা করেছি কি দোষ।
আমি এরাদার পুত্র“সাদ” নাম ধরি,
কেন মোরে আক্রমিছ বল সত্য করি।
এই মোর সঙ্গীনাম “মঞ্জুর” ইহার,—
ওমরের পুত্র গণ্য মান্য মদিনার।
কার কিছু করি নাই আমরা মক্কায়,
কি ক্ষতি হয়েছে বল কাজে বা কথায়;

অরে !

চুপ চুপ চুপ থাক্ কথা বন্ধ কর
আমাদের দেশে গিয়ে আমাদের পর।
চাতুরী খেলায়ে ধর্ম্ম করেছ গ্রহণ,
যারে মোরা ঘৃণা করি সদা সর্ব্বক্ষণ।
ওরেরে পাপীষ্ঠ দল সকলে মিলিয়া,
নিশীথ সময়ে সবে পাহাড়ে যাইয়া।
তারি ধর্ম্ম তোরা সবে করিয়া গ্রহণ,
হয়েছ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সাহায্য কারণ।
শত্রুতা করিবে সবে আমাদের সনে,
তাই আগে শত্রু বধ করি এইক্ষণে।

সাদ বলে একি কথা পাগলের প্রায়,
বিদেশীর ধর্ম্ম কর্ম্মে কিবা আসে যায়।
সম্বন্ধ কিছুই নাই তোমাদের সনে,
রক্তের সংস্রব নাই দেখ ভেবে মনে।
ইহতে আমরা ধর্ম্ম করিলে গ্রহণ,
বিচলিত হবে কেন তোমাদের মন।
কাটিতে হইবে মাথা কেন তাহাদের,
কি দায় ঠেকেছ বল কারণে তাদের।

ধর ভাই ধর আগে ইহাকেই ধর,
উপদেশ দেয় প্যাজি নাহি করে ডর।
এখনই যাইবে প্রাণ তবু কথা কয়,
ধর বধি এ শয়তানে আর কথা নয়।
এক যোগে সবে মিলে ধরিয়ে সাদেরে,
কেহ চায় বাঁধিবারে, কার ইচ্ছা মারে।
কেহ মানা করে ভাই বধ না হেথায়,
জীবন্ত ধরিয়ে নিব দুজনে মক্কায়।
সাদকে ধরিয়া সবে বধিতে লাগিল
মঞ্জুর সুযোগ পেয়ে বেগেতে ছুটিল।
বালুকার স্তূপ রাশি পাহাড় সমান,
এস্তূপ হইতে অন্য স্তূপে ক্রমে যান।

ঘোরা ফেরা করি শেষে ঈশ্বর কৃপায়,
এ পথ সে পথ করি কোথায় লুকায়।
শত্রুগণ খুঁজে খুঁজে হইল হয়রাণ,
কোন্ পথে কোথায় সে করিল প্রস্থান
কিছুতেই মঞ্জুরের দেখা নাহি পায়,
চক্ষে ধূলি দিয়ে পাপী পালাল কোথায়
খুঁজিয়া তাহারে আর কোন ফল নাই,
চল সবে সাদে লয়ে চল ফিরে যাই।
পুনরায় খুঁজে সবে ঘিরে চারি দিক,
জন প্রাণী কেহ নাই দেখে কোন দিক।
বায়ু সনে মিশে গেল এত বড় দায়,
ফেলিল সবায়ে ছি ছি বড়ই লজ্জায়।
মক্কা বাসিগণ যবে এ কথা শুনিবে,
বিরক্ত হইবে কেহ কেহবা হাসিবে।
মঞ্জুরে সন্ধান করে কোন ফল নাই,
সত্য কথাচল সবে সাদে লয়ে যাই।

এ দিকে মঞ্জুর বীর আসি মদিনায়,
পথের অবস্থা ক্রমে সবারে জানায়।
সাদের আত্মীয়গণ যুদ্ধ সাজ করি,
উদ্ধারিতে ছাদে চলে নানাঅস্ত্র ধরি।

সাদকে জীবিত ভাবে যদি নাহি পাই,
কত প্রাণ যাবে ভাই ভাবিতেছি তাই।
হয় ত হইবে এই যুদ্ধের কারণ,
এস্লাম কাফেরে এই আদি সংঘর্ষণ।
বাজুক বাজুক ডঙ্কা এস্লামের জয়,
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি জয় পরাজয়।
এত বলি সুসজ্জিত হইয়া সকলে,
মদিনা হইতে মক্কা অভিমুখে চলে।

এ দিকে কোরেশ দল সাদকে লইয়া,
বীর দাপে লাম্ফে ঝাঁপে মক্কায় আসিয়া।
কি বলিব আর কেহ চক্ষে পড়িল না,
চক্ষেতে পড়িলে তারা কেহ বাঁচিতনা।
এক জনে পাইলাম ধরিয়া এনেছি,
যে রূপে বধিতে বল তাই করিতেছি।

কেহ বলে বলি দেও সম্মুখে দেবীর,
সমুচিত শাস্তি হ'ক ধর্ম্ম বিদ্রোহীর।
কেহ বলে অনাহারে রাখ বন্দি করে,
ক্ষুধা পিপাসায় পাপী যাইবেক মরে।
শুনিবেক মোহাম্মদ নব শিষ্য দশা,
অবশ্যই থর্ব্ব হবে তাহার ভরসা।

আর জন বলে ওরে ক'রনা জিজ্ঞাসা,
কি রূপে মরিতে চায় ওর কিবা আশা।
প্রাচীন কোরেশ এক কহে স্থির হও,
শান্ত ভাবে এই কথা সত্য করি কও।
মোহাম্মদ ধর্ম্ম যদি করি বিসর্জ্জন,
পুনঃ পৌত্তলিক ধর্ম্ম করয়ে গ্রহণ।
কারা গৃহে গিয়া যদি দেবতা ঠাকুরে,
ভক্তি ভাবে সাষ্টাঙ্গেতে প্রণিপাত করে।
মার্জ্জনা প্রার্থনা কর দেব সন্নিধানে,
নিশ্চয় পাইবে রক্ষা বধিব না প্রাণে।
এ কার্য্য করিতে যদি ইচ্ছা নাহি হয়,
যাতে হ'ক তোর প্রাণ যাইবে নিশ্চয়।
ভাল কথা বলি সবে কথা সায় দিল,
জিজ্ঞাসা করিল সাদে—ইহাতে কি বল?

সাদ বলে, এক মাত্র খোদা ও রসুল—
বিশ্বাস করেছি মনে মাত্র এই মূল।
এস্লাম জ্বলন্ত জ্যোতিঃ হৃদয়ে জ্বলিছে,
দেব দেবী প্রতি ঘৃণা বিষম হয়েছে।
নির্জ্জীব নির্ব্বাক তারা মাটীর পুত্তুল,
যারা তারে পূজা করে তাহারা বাতুল

মাটীর পুতুলে যারা এলাহি ভাবিয়া,
পূজা করে ভক্তি ভাবে যতন করিয়া।
এলাহির শত্রু তারা শত্রু আমাদের,
পয়গম্বর শত্রু যারা তারা ত কাফের।
এলাহি ও রসুলের যারা হয় অরি,
মন হ'তে তাহাদিগকে আমি ঘৃণা করি।
কি দেখাও প্রাণ ভয় নিকটে ধর্ম্মের,
প্রাণের মমতা নাই কিছু আমাদের।
এক প্রাণ কথা কিবা শত শত প্রাণ,
এলাহির উদ্দেশ্যেতে হয়েছে কোরবাণ।
প্রস্তুত রয়েছি মোরা সদা সর্ব্বক্ষণ,
ভয় কি দেখাও অহে প্রাণের কারণ।
শত শত খণ্ডে কাট শরীর আমার,
তত্রাচ পুতুল পূজা করিব না আর।
হৃদয়ের অন্ধকার এস্লাম জ্যোতিতে,
রহিয়াছে একেবারে এ দেহ হইতে।
কোন্ মুখে ফিরে পুতুল পূজিতে,
পদাঘাতে করি দূর ঘৃণার সহিতে।
এক সাদ প্রাণ যাবে আছে শত সাদ,
এখানে আসিয়া তারা ঘটাবে প্রমাদ।

ধৃতকারী দল কহে ধর ধর ধর,
মুহূর্ত্তেক রাখিও না ওরে বধ কর।
কেমন সাহস দেখ সম্মুখ সবার,
এত বড় কথা কহে পাপী দুরাচার।
যে দেবতা কায়মনে মোরা পূজা করি,
লাথি মেরে দিতে চাহ দূর দূর করি।
আগে জীব কেটে ফেল বন্ধ হ'ক কথা,
শেষে প্রাণ মার দেখি কি আছে ক্ষমতা

প্রবীণ কোরেশ দল স্থির ভাবে কয়,
স্থির হয়ে কাজ কর, যাহা মনে লয়।
তাড়া তাড়ি করিও না এ সকল কাজে
কত দূর যায় গিয়ে পড়ে কার মাঝে
ভবিষ্যৎ ফল কিম্বা বর্ত্তমান ফল,
ভাল মন্দ ভাবা চাই এর ফলাফল।
তার পর প্রতিফল সেও এক পদ,
ভাবিতে সে পদে ভাব, বিপদ সম্পদ।
যদিও মানব মন, নহেরে নির্ভুল,
কাজেই দেখিতে হবে ভ্রম ভ্রান্তি ভুল।
ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কার্য্য গুরুতরে,
হস্তক্ষেপ করিলেই পড়িবে ফাঁপড়ে

স্বধর্ম্ম ত্যজিয়ে সাদ বিধর্ম্মী হয়েছে,
মোহাম্মদ সাহায্যেতে কোমর বেঁধেছে।
জীবন মরণে সঙ্গী হয়েছে তাহার,
তাহাতেই সাদ শত্রু আমা সবাকার।
শত্রুর পরম মিত্র হয় যেই জন,
সেই ত বিষম শত্রু শাস্ত্রের বচন।
ইহাতে ছাদের প্রাণ করিতে নিধন,
কোন বাধা নাই কিন্তু শুন সর্ব্বজন।

ভেবে দেখ সকলেই বিচার করিয়া,
স্বগণ আত্মীয় কত মদ্দিনাতে গিয়া।
সদাগরি করিতেছে লয়ে ধন জন,
বল তাহাদের দশা হইবে কেমন?
সাদের সংহার কথা গেলে মদিনায়,
বল ত তাঁদের দশা কি হবে তথায়।
বাঁচিবে না এক জন হারাইয়ে প্রাণ,
মদিনা বাসীর হাতে পাইবে না ত্রাণ।
এক প্রাণ বদলেতে শত প্রাণ যাবে,
বিঘোরে পড়িয়া তারা পরাণ হারাবে।
প্রতিশোধ নিবে তারা কিছু ছাড়িবে না,
হয় ত করিবে শীঘ্র যুদ্ধের ঘোষণা।

তাই আমি বলিতেছি সাদে মুক্তি দাও
বিদেশীরে সঙ্গে কেন শত্রুতা বাড়াও।
শত্রুর আসল মূল আত্মীয় স্বগণ,
পার না করিতে কেহ তাদের শাসন।
বিদেশীরে ধরে কেন কর টানাটানি,
সামালো আপন ঘর যদি হও জ্ঞানী।
সাদরে ছাড়িয়া দেও তোষি মিষ্ট ভাষে
আর যেন এ নগরে কভু নাহি আসে।
স্বদেশের শত্রু নাশে হওরে ত্বরিত,
তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকা, না হয় উচিত।

মুক্তি পেয়ে সাদ বীর পদব্রজে যায়,
আত্মীয় স্বজন সনে পথে দেখা হয়।
সজ্জিত হইয়া যাঁরা "সাদে" উদ্ধারিতে
আসিতেছিলেন ত্বরা মদিনা হইতে।
দেখা পেয়ে পথে সাদে সন্তুষ্ট হইল,
আদি অন্ত সব কথা তখনি শুনিল,
সাদকে লইয়া সঙ্গে সবে ফিরে যায়,
হাসি খুসি করে পথে যায় মদিনায়।
মদিনায় গিয়ে তারা এস্লাম ধর্ম্মের,
বিজয় ঘোষণা করে মুক্তির পথের।

এই সত্য সমুজ্জ্বল সুপ্রশস্ত পথ,
এস এস এস ভাই ছাড় পূর্ব্ব মত।
পুতুল পূজিলে ভাই কিছু হইবে না,
নির্জ্জীব ঠাকুর পূজে মুক্তি পাইবে না।
এস্লামের জ্যোতিঃ হের নয়ন ভরিয়া,
আল্লা, মোহাম্মদ নাম মুখে উচ্চারিয়া।
দৌড়ে এস ভ্রাতাগণ শান্তির ছায়ায়,
এস্লাম বিহনে শান্তি নাহিরে কোথায়।

৬ষ্ঠ সর্গ।

এ দিকে কোরেশ দল দৌরাত্ম্য অনল,
চতুর্গুণ জ্বালাইয়া হইল প্রবল।
মুষ্টিমেয় মোস্লেম গণের উপরে,
নানা জনে নানা মতে অত্যাচার করে।
টিকিতে পারে না আর এস্লামের দল,
প্রাণ ভয়ে সকলেই হইল বিহ্বল।
কার প্রাণ কোন পথে কি কৌশলে যায়,
অস্থির হইল সবে এই ভাবনায়।

হজরত বলিলেন শুন ভ্রাতাগণ,
অসাধ্য হইল বাস মক্কায় এখন।

ক্ষেপেছে কোরেশ দল পাগলের প্রায়,
হারায়েছে বুদ্ধিজ্ঞান হিংসার প্রভায়।
পশুবৎ আচরণে হয়েছে তৎপর,
আত্ম রক্ষা করা চাই যুক্তি সাধ্যপর।
নীতি যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞানে কর্ত্তব্য নির্ণয়,
করিয়া এখনই স্থির কর যাহা হয়।
ঈশ্বরে নির্ভর করি কার্য্যের সাধন,
করিতে হইবে ভাই জান সর্ব্বজন।
সর্ব্ব কালে সর্ব্ব কার্য্যে ঈশ্বর সহায়,
তাঁরই নামে উদ্ধারিব উদ্ধারি উপায়।
আমার জন্যেতে আমি কিছুই ভাবি না,
ক্ষুদ্র মণ্ডলীর দুঃখ সহিতে পারিনা।
এত কষ্ট সহিতেছ ধর্ম্মের কারণ,
অবশ্যই এর ফল পাইবে কখন।
ঈশ্বর সহায় করি জগত ব্যাপারে,
বুদ্ধি খাটাইতে হয় শত্রু প্রতিকারে।
এইক্ষণে এই যুক্তি, সর্ব্বেব মঙ্গল,
স্থানান্তর হও যত বিশ্বাসীর দল।

মক্কা পরিত্যাগ করি যাও অন্য স্থান,
শান্তি ভাবে যেই স্থানে রক্ষা হবে মান।

সহধর্ম্মী যেই স্থানে অধিক প্রবল,
সেই স্থানে যাওয়া চাই করিয়া কৌশল।
প্রচারের কার্য্য হেথা রয়েছে যেমন,
সেখানেও সেইরূপ ধর্ম্ম আচরণ।
করিবে যাহারা যবে মিলে মিশে দলে,
নগর বাসীর সনে মন প্রাণ খুলে।
স্বদেশী শত্রুর ন্যায় তথা শত্রু নাই,
অধিকন্তু শ্রেষ্ঠ দল সবে ধর্ম্ম ভাই।
তাও বলি ক্রমে ক্রমে যাও মদিনায়,
শান্তি ভাবে গিয়ে সবে রহয়ে তথায়।
আমিও যাইব তথা হইলে আদেশ,
জানিও হইবে শীঘ্র বিদেশ স্বদেশ।
অতিরিক্ত আশা তথা সাহায্য পাইব,
সিদ্ধান্ত করেছি মনে আমিও যাইব।
ঈশ্বরের আদেশের অপেক্ষায় আছি,
যাও সবে আগে আমি, শেষে আসিতেছি।
সকলেই যাবে ক্রমে হ'ল যুক্তি স্থির,
কিন্তু ভ্রাতঃ সাবধানে হইবে বাহির।
কোরেশেরা এ সংবাদ পারিলে জানিতে,
কর্থান দিবে না কাকে মদিনা যাইতে।

প্রাণে মেরে ফেলিতেও বাধা কিছু নাই,
হিংসা দ্বেষ মানুষের এমনি বালাই।
আত্মীয় স্বগণ বলে পাবে না নিস্তার,
উন্মাদের হাতে রক্ষা পাওয়া অতি ভার।
তাই বলি একে একে এক পরিবার,
নিশি যোগে যাবে চলে মাঝে অন্ধকার।
মদিনা নগর পেলে হবে নিরাপদ,
তাহাদের নিকটেতে হবে পূজ্যাস্পদ।
আন্সারেরা প্রাণপণে যতন করিবে,
স্বগণ সমান ভাল সকলে বাসিবে।
অনাটন অভাবেতে সাহায্য করিবে,
তোমাদেরাভাব আগে পুরণ হইবে।
তাই বলি বন্ধুগণ হইয়া সত্বর,
ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে ছাড় এ নগর।

ক্রমে মোস্লেমের দল হয়ে সাবধান,
মক্কা ছাড়ি মদিনায় করিল প্রস্থান।
মদিনায় যাইতেছে মোস্লেমের দল,
সেখানে যাইয়া এরা হইবে সবল।
সাবধান হও সবে হও সাবধান,
কোন্ পথে যাবে এরা কররে সন্ধান।

যাইতে দিব না আর নগর হইতে,
যদি কথা নাহি মানে বধিব অসিতে।
এইরূপ পরামর্শ কোরেশেরা করে,
হইল না সাধ্য কার এক জনে ধরে।
যে যা চায় তাহা পায় করিলে যতন,
যতনেই পাওয়া যায় অমূল্য রতন।
বিধর্ম্মী কোরেশগণ পর্ব্বত প্রান্তর,
দলে দলে ভ্রমিতেছে মুখে ধর ধর।
মদিনার পথে যদি কোন দল পায়,
দল বেঁধে পড়ে দলে প্রলয় ঘটায়।
তন্ন তন্ন করে দেখে,তবে দেয় ছেড়ে,
কিছু সন্ধ হলে পরে নেয় জোরে কেড়ে।
পর্ব্বত প্রান্তর আর মরুভূমি পরে,
ঘটনা হইল কত দিনে দুপ্রহরে।
নিশীথে পথিক লোকে চলা হল ভার,
দিবসে সূর্য্যের তাপে করে হাহাকার।
গরম বাতাস বয় পোড়ায় শরীর
সাধ্য কার হয় বল ঘরের বাহির।
আবু সাল্মা নামে এক শিষ্য হজরতের,
মদিনায় যাইতেছে ভয়ে কোরেশের।

সঙ্গে কন্যা, পরিবার আর লোক জন,
উষ্ট্রোপরি আরোহিয়ে করেছে গমন।
ভয়ে ভয়ে যাইতেছে হয়ে সাবধান,
দৈবে কোরেশেরা পায় তাহার সন্ধান।
সাল্মার শ্যালকগণ আর আবুজাল,
দেখা মাত্র এসে বলে করে চক্ষু লাল।
কোথা যাস্ আজ হাতে পড়েছিল ধরা,
পারিবি না যেতে আর ফিরে চল্ তোরা।
মদিনা যাইবি যদি প্রাণ হারাইবি
দিব না যাইতে আর এখানে রহিবি।
এক পদ যদি আর হবি অগ্রসর,
পড়িবে লাঠির বাড়ী, পীঠের উপর।
এক বারে প্রাণে বধ করিতে না পারি,
বিধবা হইবে ভগ্নি সে যে জ্বালা ভারী।
ফিরে চল চল তোরা মক্কার শহর,
সাধ্য কি যাইবি আর মদিনা নগর।

আবু সাল্লা বলে কেন পথে বাধা দেও
আমার কার্য্যেতে তুমি কেন কথা কও।
আমার ইচ্ছায় আমি যাব মদিনায়,
কেন তুমি বাধা দিবে তোমার কি দায়।

আমার জীবন স্বত্বে আমি অধিকারী,
তুমি তার মাঝে কেন কর বাহাদুরী।
আমি নিজ ভাল মন্দ বুঝি খুব ভাল,
কেন তুমি এসে মাঝে হিংসা অগ্নি জ্বাল।
মক্কা হ'তে মদিনায় কত লোক যায়,
যাওয়া আসা করিতেছে সর্ব্বত্র সবায়।
যার যার আবশ্যক সে তথা যাইবে,
যার যথা প্রয়োজন সে তথা আসিবে।
অন্যের স্বাধীন ইচ্ছা স্বাধীনতা প্রতি,
তুমি কেন বাধা দেও এবা কোন রীতি।
এই আবু জাল ইঁনি দলের প্রধান,
ক..ন মীমাংসা দেখি যেমন বিধান।
দাস নই পুত্র নই নহিরে অধীন,
সর্ব্বতোভাবেতে আমি সর্ব্বত্র স্বাধীন।
মম প্রতি তোমাদের কোন দাবী নাই,
কেন বাধা দেও মোরে একি রে বালাই।
আজ তুমি বাধা দিয়ে লইয়ে যাইবে,
আবার আসিব কাল তাতে কি করিবে?
তুমি আজ দলবলে আমা হৈতে ভারী,
জোর করে লয়ে যাবে করে বাহাদোরী।
কাল আমি লয়ে মোর আত্মীয় স্বজন,
আসিব হেথায় দেখি কি কর তখন।

আজ তুমি পিটে লাঠি মারিবারে পার,
কিন্তু কাল শোধ দিয়া ধারাইব ধার।

আবু জাল ইঙ্গিতেতে,—কহে কোরেশেরা.
চলে যা—রে তোকে বাধা নাহি দিব মোরা।
কিন্তু তোর ভার্য্যা হয় মোদের স্বগণ,
দিব না তাহারে ছাড়ি দিব না কখন।
এই ত সে দিন গেলি চলে আফ্রিকায়,
সেখান হইতে পুনঃ আসিলি মক্কায়।
আবার এখান হ'তে চলিলি মদিনা,
তোর চলা ফেরা মোরা পছন্দ করি না।
যাবি তুই একা যাবি কোন কথা নাই,
দিবনা ভগ্নিকে ছেড়ে আমরা সবাই।
এত বলি কোরেশেরা আবু সালেমায়,
ছেড়ে দিয়ে,—কেড়ে নিল স্ত্রী আর কন্যায়।
আবু সাল্মা মনখেদে ভাবিতে ভাবিতে,
মহা দুঃখে চলিলেন মদিনার পথে।
পত্নী হারা কন্যা হারা পাগলের প্রায়,
উপস্থিত হইলেন এসে মদিনায়।

এ দিকেতে আবুজাল নগরে আসিয়া,
মাতা হৈতে কন্যা রাখে বিচ্ছেদ করিয়া।

কোথা মাতা কোথা কন্যা কেহ জানিল না,
দিবা নিশি কাঁদে মাতা কোথায় সালেমা।
মাতার ক্রন্দন শুনি কোরেশেক জন,
দয়া করি কন্যা ধনে আনিয়া তখন।
মায়ের নিকটে দিয়া গোপনে গোপনে,
রাখিল মায়ের কাছে কেহ নাহি জানে।
ক'দিন পরেতে সেই কোরেশ প্রবর,
মায়ে ঝিয়ে পাঠাইল মদিনা নগর।

অনেকেই গোপনেতে করিল গমন,
কিন্তু ওমরের কার্য্য বীরের মতন।
ওস্মান আরকাম আর হাতেব রেয়াল,
মস্উদ সমাস্ আবু হামজা বেলাল।
খলিফা জাএদ আর হাতেব মহান্,
করিলেন একে একে গোপনে প্রস্থান।
ওমরের আগে এঁরা গিয়ে মদিনায়,
মহা সুখী হয়েছেন রসুল কৃপায়।
এদের গমন পর, ওমর সুধীর,
মদিনায় যেতে বীর হ'লেন বাহির।
পৃষ্ঠে তরবারি দোলে হস্তে ধনুর্ব্বাণ,
কটীতে কাটার আঁটা দেহে তনু-ত্রাণ।

বীর সাজে বীরবর সজ্জিত হইয়া,—
কাবা মন্দিরেতে দর্পে উপস্থিত গিয়া।
মন্দিরের আসে পাশে কোরেশের দল,
বসিয়া ছিলেন তাঁরা হইয়া অটল।
হজরত ওমর বীর কাবার মন্দির,
শতবার প্রদক্ষিণ করে—হয়ে স্থির।
হজরত এব্রাহিম পদ-চিহ্ন স্থানে,
শান্ত ওগম্ভীর ভাবে দাঁড়ায়ে সেখানে।
দু রেকাত উপাসনা করিয়া আদায়,
কহিলেন কথা অতি জ্বলন্ত ভাষায়।
আসিয়া কোরেশ গণ সবে দাঁড়াইল
ওমরের বাক্যবাণে জ্বলিতে লাগিল।
সাধ্য কি আছেরে কার ওমর কথায়,
প্রতিবাদ করে কেহ বলে কিছু তায়।
কহিছেন বীরবর বীরত্ব সহিত,
(সে কথার ভাব অর্থ শুনুন কিঞ্চিৎ)।
যারা এই শিলাখণ্ডে ভাবেরে ঈশ্বর,
কিবা তাহা মনে করে পূজে নিরন্তর।
পড়ুক তাদের মুখে ঘোর কালীচুণ,
নির্ব্বোধ পাগল তারা পশুর দ্বিগুণ।
আর বলি শুন কথা মনোযোগ করি,
যাইতেছি মদিনায় আল্লা নামস্মরি।

এস্লামের জয় যুক্ত বিচিত্র নিশান,
উড়াইব এ নগরে বধিয়ে শয়তান।
এই অসি নিষ্কোষিয়ে কহিছে ওমর,—
আয় দেখি বাধা দিতে ওমর গোচর।
যে যায় মদিনা তারে পথে বাধা দেও,
আজি তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেও।
জননীকে পুত্র হীন কে করিতে চাও,
ভার্য্যাকে বিধবা হ'তে কে ইচ্ছা জানাও।
তনয়কে পিতৃ-হীন করিতে কাহার,
ইচ্ছা হয় সে আসুক সম্মুখে আমার।
পরিজন গণ চক্ষে বহাইতে জল,
কার মনে হয়ে থাকে, বাসনা প্রবল।
তবে সে আসিতে পারে সম্মুখে আমার,
এখনি ঘুচাব তার জগতের ভার।
এই আমি চলিলাম মদিনা নগরে,—
সাধ্য কার থাকে এসে বাধা দিক মোরে।
চলিল ওমর আজ দেখ মদিনায়,
দিবে কে দেউক বাধা আয় দেখি আয়।

কোরেশের দল সব মাথা হেঁট করি,
বসিয়া রহিল সবে করে মুখ ভারী

সাধ্য হইল না কারো, কথাটি যে কয়,
যে খানে যে বসেছিল সেই খানে রয়।
বীর দাপে হজরত ওমর তখন,
মদিনার অভিমুখে করেন গমন।
হজরতের মদিনায় প্রস্থানের দিন,
চলিলেন ওমর পূর্ব্বে পঞ্চদশ দিন।
আবু বকর আর আলী ব্যতীত সকলে,
ধর্ম্ম-বন্ধুগণ সব গিয়াছেন চলে।

আপন বলিতে তথা আর কেহ নাই,
মদিনায় গেছে চলে বন্ধুরা সবাই।
চিন্তিত হইল যত পৌত্তলিক গণ,—
কি করিতে হইবেক বল ত এখন।
মদিনায় গিয়ে এরা বান্ধিবেক দল,
ক্রমে এস্লামের বল হইবে প্রবল।
মদিনার আন্সারগণ একত্র মিলিবে,
এস্লাম পতাকা উচ্চ গগণে উড়িবে।
তিন জন মাত্র এরা এখানে রয়েছে,
আর যত সকলেই মদিনা গিয়েছে।
আলি আর বুবকর গেলেও ধরিনা,
মোহাম্মদ না পারে যেন যাইতে মদিনা

মদিনায় মোহাম্মদ যাইয়া মিলিলে,
ভেবে রাখ স্থির করি তোমরা ডুবিলে।
মোহাম্মদ গেলে আর রক্ষা থাকিবে না,
ঠাকুর দেবতা চিহ্ন কিছু রহিবে না।
যদি মোহাম্মদ মিলে গিয়ে মদিনায়,
ধ্বংস হবে পিতৃধর্ম্ম সমূলে মক্কায়।
মোহাম্মদ মদিনাতে সত্য সত্য যায়,
রাজত্ব করিবে এসে কালেতে মক্কায়।
সত্য সত্য মোহাম্মদ মদিনায় গেলে,
এসলামের জয় ডঙ্কা বাজিবে সবলে।
মদিনায় মোহাম্মদ পাইলে আদর,
নিশ্চয় করিবে ধ্বংস এ মক্কা নগর।
মিলিলে আন্সার গণ মোহাম্মদ সনে,
উড়িবে এস্লাম-ধ্বজা সমগ্র গগনে।
মোহাম্মদ প্রভাব যাহা মনে বুঝিতেছি;
দুই পদে সব কথা বলিয়া দিতেছি।
যদি মোহাম্মদ যায় মদিনা এখন,
বাজিবে রণের ভেরী বুঝিবে তখন।
স্বদেশ স্বধর্ম্ম যদি রক্ষা করিবার,—
ক্ষমতা থাকিয়া থাকে আমা সবাকার।
সমগ্র কোরেশ দলে আহ্বান করিয়া,
সভা কর একদিন ময়দানে যাইয়া।

সেই স্থানে স্থির হবে সকল বিষয়,
এ প্রকার ছেলে খেলা আর করা নয়।
সকলেরই এই মত সুস্থির হইল
সভা আহ্বানেতে সব কোরেশ মাতিল।

৭ম সর্গ।

অতি সুপ্রশস্ত আর পর্ব্বত প্রাচীর,
চার দিকে ঘেরা স্থান হয়েছে সুস্থির।
সভা হেতু। নিরূপিত সময়ে সকলে,
আসিছে কোরেশ দল ক্রমে দলে দলে
দেখিতে দেখিতে স্থান পূরিত হইল,
বৃদ্ধ রূপে শয়তান আসি যোগ দিল।
দেখিতে প্রবীণ বৃদ্ধ অতি বিচক্ষণ,
সর্ব্বদর্শী মহা জ্ঞানী পণ্ডিত লক্ষণ।
পৌত্তলিকগণ সব মহামান্য করি,
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুরু পদে বিশেষ আদরি।
বসাইল শ্রেষ্ঠ স্থানে করি যোড় কর,
কত ভক্তি করে সবে কতই আদর।
এদিকে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল,
এক বক্তা মোহাম্মদ কথা আরম্ভিল।

ধর্ম্ম ভাণ করি সেই আবদুল্লা নন্দন,
প্রেরিত পুরুষ বলে করে আস্ফালন।
দেব দেবী কিছু নয় সকলি অসার,—
সর্ব্ব ময় খোদাতালা সকলের সার।
কোরাণ তাঁহার বাণী সেই ধর্ম্ম বিধি,
চলিতে হইবে সেই মতে এই বিধি।
যেই জন না করিবে তাহাতে বিশ্বাস,
যাইতে হইবে তাকে নরক নিবাস।
মিষ্টভাষী মোহাম্মদ অতি বিচক্ষণ,
বাক্যের ছটায় মোহ হয়ে যায় মন।
কত লোকে ভুলাইয়া স্বদলে নিয়েছে,
মহা তেজে তার দল ক্রমে বাড়িতেছে।
নগরে এমন কেহ নাই রে এখন,
যার ঘরে পশে নাই মোহাম্মদ বচন।
কেহ কেহ প্রকাশ্যেতে সে দলে মিশেছে,
কেহ কেহ মনে মনে কত কি ভাবিছে।
মদিনার লোক সবে ভুলিয়া কথায়,
আবদ্ধ হয়েছে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়।
ধন বল জন বল বুদ্ধি বল দিয়া,
সাহায্য করিবে তারা গিয়াছে বলিয়া
তাই যত বিধর্ম্মিরা গিয়াছে তথায়,
মোহাম্মদ একা মাত্র রয়েছে হেথায়।

দুই এক দিন মাঝে বুঝি সেও যাবে,
এই ত সকল কথা সংক্ষিপ্ত ভাবে
বলিলাম সভা স্থলে সকলের ঠাঁই,
কিংকর্ত্তব্য এই ক্ষণে তাহাই সুধাই।

দ্বিতীয় বক্তা বলিলেন—
হইয়াছে ভুল আর হইয়াছে ভুল,
প্রথমে উচিত ছিল করিতে নির্ম্মূল।
বাড়িতে দেওয়াই এত হয়েছে অন্যায়,
সহজে হইত যাহা, এবে হওয়া দায়।

তৃতীয় বক্তা বলিলেন—
যা হওয়ার হইয়াছে হইয়াছে গত,
গত বিষয়েতে চিন্তা কর কেন এত।
উপস্থিত কিসে হয় এর প্রতিকার,—
কি উপায় করা চাই কর যুক্তি তার।

আবুজহল বলিলেন
মদিনাতে মোহাম্মদ না যাইতে পারে,
তাহারই উপায় কর কিসে রাখি তারে।

উচ্চৈস্বরে আবু ছুফিয়ান বলিলেন—
ভুলিবেনা মোহাম্মদ টাকার লোভেতে,
পরীক্ষা করেছি আগে খুব ভাল মতে।
রাজত্বেও ভুলিবেনা তাও দেখিয়াছি,
এ রাজ্যের রাজা করে দিতে চাহিয়াছি।
যার ঘরে যত মেয়ে পরির সমান—
আছে তাহা তাঁহাকেই করিবারে দান।
প্রতিজ্ঞা করিয়া মোরা তাও বলিয়াছি,
তাহাতেও তার মন টলেনা দেখেছি।
রাজ্য ধন মান নারী কার লোভী নয়,
তার সেই এক কথা অন্য কিছু নয়।
এ দশায় কি করিবে স্থির কর তাই,
কি কৌশলে মদিনায় না যান বালাই।

বন্দী করে রাখিলেও রাখা শক্ত কথা
কোথায় করিবে বন্দী রাখিবে বা কোথা?
এ নগরে বন্দী করে রাখা যুক্তি নয়,
হাশেম বংশের কোপ হইবে নিশ্চয়।
কথায় না হয় তারা ধরি তরবার,
আসিবেক মোহাম্মদে করিতে উদ্ধার।
কোরেশেরা নাহি দিলে সহজে ছাড়িয়া,
দু দলে বাধিবে যুদ্ধ তাহার লাগিয়া।

মারামারি কাটাকাটি হইবে বিস্তর,
একেবারে দুই বংশ ধ্বংস অতঃপর।
কোন বংশ থাকিবেনা হইবে নিপাত,
দুইটি প্রধান বংশ যাবে অধঃপাত।
একের জন্যেতে যাবে সহস্র জীবন,
কোথাবা রাখিবে ধর্ম্ম কোথা দেবগণ
যদি কথা আছে বলে মুখে জানিতেছি,
কল্পনার চিত্রে যেন ধরে লইতেছি।
যদি হাশেমিরা হেরে প্রাণের মায়ায়,
অগ্রসর নাহি হয় ঘরে ফিরে যায়।
মদিনা বাসীরা যবে সংবাদ পাইবে,
ঘর বাড়ী ছেড়ে সবে উদ্ধারে দৌড়িবে।
সে সময় হাশেমিরা পৃষ্ঠ বল পেয়ে,
চতুর্গুণ বলে তারা আসিবে ধাইয়ে
পূর্ব্ব দাদ উঠাইবে দ্বিগুণ আকারে,
কোরেশের এক প্রাণী রবেনা সংসারে।

আবু লাহব বলিলেন—
তবে কি ইহার আর কোন পথ নাই,
এই রূপে ধ্বংস হবে কোরেশ সবাই।
প্রাচীন বংশের কীর্ত্তি সব হবে লয়,
মোহাম্মদ করিবে একা সমূলে নিলয়।

এত দেব দেবী সব যাবে রসাতলে,
একা এক মোহাম্মদ ধ্বংসিবে সকলে।
স্বধর্ম্ম করিতে রক্ষা মোরা পারিবনা,
ধর্ম্ম লোপ করিবেক একা এক জনা।

কার মুখে কোন কথা আর সরিল না,
নির্ব্বাক হইয়া সবে করে ভাবা গণা।
উপযুক্ত অবসর পাইয়া শয়তান,
খাড়া হয়ে উপদেশ করিলেন দান।
গম্ভীর মূরতি ধরি অতি মিষ্ট স্বরে,
কহিতে লাগিল কথা সভার গোচরে।
আমি বৃদ্ধ অতি বৃদ্ধ ধর্ম্মের কাঙ্গাল,
ধর্ম্ম ছাড়া কথা নাই মোর সর্ব্বকাল।
বাল্য কাল হ'তে এই উপস্থিত কাল,
ধর্ম্ম আলোচনাতেই কাটিয়াছে কাল।
ধর্ম্ম কথা, ধর্ম্ম গাথা ধর্ম্ম গীত গান,—
হইতেছে শুনি তথা করিয়া সন্ধান।
ধর্ম্ম সভা ধর্ম্ম কর্ম্ম যেখানেই হয়,
পায় হেঁটে তথা গিয়ে শুনি মহাশয়।
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু সভা হইবে হেথায়,
লোক মুখে শুনিয়াছি কথায় কথায়।

তাই ধর্ম্ম এইখানে এনেছে টানিয়া,
বলিলাম আত্মকথা সংক্ষেপ করিয়া।

কেবা কার ধর্ম্ম ধ্বংস কেবা রক্ষা করে,
শুনিতে এসেছি তাই আকুল অন্তরে।

বহু কথা শুনিলাম জানিও অনেক,
হইতেছে গোলযোগ বৎসর কয়েক।

ওহে সভ্যগণ শুন আমার বচন,
ধর্ম্ম ধ্বংস কোন কালে হবে না কখন।

কালের গতিতে কিবা খলের খেয়ালে,
ধর্ম্মের বিপ্লব ঘটে আছে কালে কালে

পৌত্তলিক ধর্ম্ম নহে কেবল নূতন,
বহুকাল হতে আছে ভবে প্রচলন॥

ইতিহাস খ্যাত ধর্ম্ম অতীব প্রাচীন,
সর্ব্ব দেশে এ ধর্ম্মের রহিয়াছে চিন।

জগতের সৃষ্টি কাল হইতে রয়েছে,
যায় যায় হয়ে পুনঃ রহিয়া গিয়াছে।

দেবতার পূজা বিধি মন্দ কিছু নয়,
অদেখা ঈশ্বরে মন রত কিসে হয়?

আমি নিজে পৌত্তলিক তোমাদেরই ভাই,
ধর্ম্মের সম্বন্ধে সবে কুটুম্ব সবাই।

চন্দ্র সূর্য্য যত দিন এ ভবে রহিবে,
পৌত্তলিক ধর্ম্ম ভাই কভু না যাইবে।

আমি এই বৃদ্ধ ভক্ত যে যে খানে যাই,
গড়ে পিটে দিয়ে আসি যদি দোষ পাই।
দেবতার অবয়ব গড়িতে আমার,
প্রসিদ্ধ হয়েছে হস্ত বলিব কি আর।
কাবা গৃহে যতরূপ দেব দেবী আছে,
তার চেয়ে কত স্থানে কত ভাল আছে।
এক দেশ আছে ভাই নাম হিন্দুস্থান,
দেব দেবী ভক্ত তারা হিন্দুর সন্তান।
আমার(ই) সজ্জাতি তারা আমার(ই) বংশের,
উজ্জ্বল করেছে তারা গৌরব দেশের।
হিন্দুস্থানে নানাস্থানে দেবপূজা হয়,
বড় সুশ্রী করে তারা প্রতিমা গড়ায়।
কাবা গৃহে সে রূপের দেব দেবী নাই,
বড় চমৎকার রূপ বলিহারি যাই।
ছেলে পিলে হইয়াছে তবু সে যুবতী,
মন টলে যায় গলে দেখিলে মুরতি।
কিবা রূপ চমৎকার বলিহারি যাই,
দশ হাতে দশ দিক রক্ষা করে ভাই।
পাপাসুরে নাশিয়াছে বড়শা মারিয়া,
বাহনের সিংহ আর ধরেছে চাপিয়া।
দাঁতে দাঁত ঠেকাইয়া কামড় ধরেছে,
হস্ত হ'তে অসুরের রুধির ঝরিছে।

কত প্রতিমার কথা বলিব সভায়,
অতি চমৎকার রূপ ভোলা নাহি যায়।
যদি বল সেই রূপ গড়াইয়া দেই,
পূজিও মনের সাধে তোমরা সবাই।
আপদ বিপদ যত সব হবে দূর,
দেহ সহ মোহাম্মদ দর্প হবে চূর।

বিরক্ত হইয়া সবে বলিল চটিয়া,
আছে যা থাকে না তাই বেড়াই কান্দিয়া।
পাগল কে আছে বল এখানে এমন,
এ কথায় দিবে সায় বল ত এখন।

অমনি শয়তান তাল বুঝিয়া গান ধরিল—

এত ব্যস্ত হইতেছ কেন ভ্রাতাগণ,
সামান্য চেষ্টায় দুঃখ হইবে মোচন।
দেব দেবী গুণ গান আর করিব না,
তোমাদের যন্ত্রণার কহি যে মন্ত্রণা।
দেখ ভাই এ সকল পর্ব্বত গুহায়,
চক্ষু মুখ নাক কাণ রয়েছে সবার।
আর কথা এই সভা মাঝে আছে যারা,
দেখেছ কি ভাল করে সকলি তোমরা।

মন্ত্রণা করিলে যদি আগে ফাঁক হয়,
কি ফল ফলিবে তাতে বল ত আমায় ?
বিপক্ষের লোক কিবা দুমুখো যাহারা,
এইগুপ্ত সভা মধ্যে আছে কি তাহারা ?
একদল সন্ধানিয়া দেখ সভা মাঝে,
এসেছে কি কোন লোক কোন গুপ্ত সাজে।
তোমাদের চেনা কিবা অচেনা ক'জন,
তাহাদের চেনা কি না আছে কোন জন।
দুই দ্বার দুই দিকে স্পষ্ট দেখা যায়,
প্রহরী রাখিয়া দেহ দুই দরজায়।
সন্দেহের কোন লোক থাকিলে সভায়,
বন্ধ করে রাখ তারে স্বতন্ত্র গুহায়।
বড় গুপ্ত কথা আমি প্রকাশ করিব,
ভাল মন্দ কিসে হবে পরেতে বলিব।
ধাঁধাঁ লেগে গেল সবে শয়তান কথায়,
এমন দরদি আর দেখি না কোথায়।

দেখে এল তন্ন তন্ন ক'রে আবুজাল,
সর্ব্বস্থানে সাবধান সতর্ক সামাল।
রহিয়াছে দুই দ্বারে ছদ্মবেশী দ্বারী,
তদুপরি রহিয়াছে দ্বিগুণ প্রহরী।

শয়তান কহিছে ভাই করি নিবেদন,
শুনে যাও স্থির মনে বৃদ্ধের বচন।
শত্রু আর আগুণের লেশ রাখে যেই,
তার ভাগ্যে শুভ ফল কভু নেই নেই।
সমুচিত রূপে ঠাণ্ডা করিতে হইবে,
তবে ত কার্য্যের ফল দু হাতে পাইবে।
"আগার মাগার" করে বিলম্ব করিলে,
নিজকৃত খাদে ভাই ডুবিলে ডুবিলে।
শুন স্পষ্ট ভাবে কথা শুনরে সকলে,
বিনাশিতে হইবেক তাহাকে কৌশলে।
করিতে হইবে স্থির গোপনে মারিব,
তার পরে জানে কেহ তাকেও সারিব।
আমরাই হেথা আছি সকলেই এক,
এর মাঝে দুই নাই যদিচ অনেক।
বলিষ্ঠ যুবক দল এ দলেতে যারা,
খাড়া হয়ে এস দেখি, দেখিব চেহারা।

বলা মাত্র শত যুবা উঠিল ত্বরিত,
শয়তান সম্মুখে খাড়া হয় হরষিত।
দেখিয়ে শয়তান বড় সন্তুষ্ট হইল,
হইবে সফল কার্য্য মুখেতে বলিল।

তার পরে বলিতেছে সবে সম্বোধিয়া,
স্থির হয়ে শুন সবে বসিয়া বসিয়া।
গুপ্ত ভাবে মোহাম্মদে মারিতে হইবে,
নিশিযোগে প্রাণপাখী উড়াইয়া দিবে।
এই শত গুণ্ডা দল সজ্জিত হইয়া,
ঘিরিবে মোহাম্মদ-গৃহ নিশীথে যাইয়া।
গৃহেতে প্রবেশ করি অস্ত্রের আঘাতে,
মারিয়া আসিবে চলি চতুরতা সাতে।
কে মারিল কে কাটিল কেহ জানিবে না,
দস্যুতে মারিয়া গেছে করিবে ঘোষণা।
ছদ্মবেশী হয়ে যাবে গায়ে মেখে রঙ্গ,
একেবারে বদলিবে শরীরের ঢঙ্গ।
নূতন ধরণ আর নূতন চলন
নূতন নূতন অস্ত্র পোষাকও নূতন।
নানা রঙ্গে রঙ্গ করা হইবে বসন,
আরবীয় ভাব নহে আরবী ধরণ।
হিন্দুস্থানী কি আফগানী কিবা কাফ্রী ভাব,
ভিন্ন ভিন্ন শিরস্ত্রাণ ভিন্ন হাব ভাব।
নানারূপ দাঁড়ী গোপ মুখেতে লাগাও,
সাজ বহুরূপী রূপে তবে কাজে যাও।
গুপ্তভাবে কটি-তটে রাখ অস্ত্র আঁটা,
প্রকাশ্যে থাকিবে হস্তে সুধু লাঠি শোঁটা।

অস্ত্র শস্ত্র এই ভাবে গোপনে রাখিবে,
চুপে চুপে মোহাম্মদ গৃহে প্রবেশিবে।
গুপ্ত দ্বার ভেঙ্গে সবে করিবে প্রবেশ,
মনে রেখ উপদেশ এই ত আদেশ।
নিদ্রাযোগে মোহাম্মদ রবে অচেতন,
সকলে একত্র হয়ে ধরিবে তখন।
কেহ হাত, কেহ পদ, কেহ গলা ধরি,
কেহ চেপে ব'স ঠেসে বুকের উপরি।
নাক মুখ চেপে কেহ চাপিয়া ধরিবে,
ছুরি মেরে কেহ গলা কাটিয়া ফেলিবে।
কর্ম্মশেষে চলে এস যত শীঘ্র পার,
ধরা রইল তোমাদের উচ্চ পুরস্কার।
শয়তানের কথা শুনে কোরেশের দল,
দেবতার নাম ক'রে করে কোলাহল।
চক্ষের উপর বাজি শয়তান খেলিল,
সকলের সমুখেতে গাএব হইল।
কোন পথে কোথা গেল কেহ দেখিল না,
এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড কোথায় দেখি না।
প্রাচীন দেবতা ইনি দেখা দিয়া তাই,
বাৎলেন হিত কথা যাতে রক্ষা পাই।
কৌশলে ২ ভাই দেবতার লীলা—
ছদ্মবেশে এসে হেথা খেলিলেন খেলা।

মোহাম্মদ প্রাণ নিতে কোন ভয় নাই,
শীঘ্র দূর হয়ে যাবে দুরন্ত বালাই।
চল সবে এক মনে দেবের আদেশ,
সাজহে কোরেশগণ করি কার্য্য শেষ।
বিলম্বে হবে না কার্য্য কখনি সফল—
কি জানি কি সূত্রে হবে সকলি বিফল।
নিয়োজিত হল লোক হজ্‌রতে বধিতে,
বধিবে একত্র গিয়া বিঘোর নিশীথে।
পরামর্শ করি সব কোরেশ উঠিল,
যার যেই গম্য পথে সেই চলে গেল।

৮ম সর্গ।

দারন্ন দওয়া স্থানে সভা হইয়াছে,
হজরতের প্রাণ নিতে শপথ করেছে।
গোপনে হজরত তাহা জানিতে পারিয়া,
আছেন ঈশ্বর প্রতি নির্ভর করিয়া।
হজরত আলিকে ডেকে কহেন হজরত,
মদিনায় যাব আমি হইয়াছে মত।
আদেশ আইলে আর রব না হেথায়,
এক কর্ম্ম করে তুমি উদ্ধার আমায়।

যাহাদের যে যে বস্তু ভাবিয়া সঙ্কট,
রেখেছে বিশ্বাস করে আমার নিকট।
এই নেও রাখ সব কহি যে তোমায়,
যার যাহা দিয়ে ভাই বাঁচাবে আমায়।

আবুবকর হজরতের সঙ্গেতে যাইতে,
আগেই প্রস্তুত হয়ে আছেন গৃহেতে।
না হইলে ঈশ্বরের প্রকাশ্য আদেশ,
কেমনে স্বদেশ ছাড়ি যাবেন বিদেশ।

এদিকে কাফেরগণ হজরত জীবন—
লইতে ত্রিযাম নিশি করে নির্দ্ধারণ।
এখনও রয়েছে সূর্য্য সন্ধ্যা হয় নাই,
আদেশ এল না কিছু ভাবিছেন তাই।
এক আলী ভিন্ন আর কাছে কেহ নাই,
আবুবকর স্বীয় গৃহে থাকেন সবাই।
নগরেও কেহ নাই বান্ধব স্বগণ,
কে করিবে সহায়তা রক্ষিবে জীবন।
একাকী করিবে আলী সাধ্য কি তাহার,
কোরেশ শত্রুর দল অতি দুরাচার।
সন্ধ্যা হয়ে এল তবু আদেশ এল না,
করিলেন হজরত এই উপাসনা।

তুমি সর্ব্বশক্তিমান এলাহী আমার—
ভাল মন্দ তুমি জ্ঞান সকলি তোমার।
দাসের জীবন প্রভু তোমারই হাতেতে,
রহিয়াছে সর্ব্বকাল তব তত্ত্ব মতে।
রক্ষা কর কিবা মার ইচ্ছা তব যাহা,
এ দাস তাতেই সুখী—বলিতেছি তাহা।
করিয়াছ তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়,
তোমাতে বিশ্বাস শক্তি দেও দয়াময়।

তখনি আদেশ এল যাও মদিনায়,
বিলম্ব ক'র না আর মুহূর্ত্ত হেথায়।

কোরেশেরা দল বেঁধে গৃহ চতুষ্পার্শ্বে,
বসে আছে হজরতের জীবনের আশে।
নিশীথ সময় হলে হইয়া ডাকাত,
ঘরে প্রবেশিয়া অস্ত্রে করিবে আঘাত।
তত্রাচ সতর্ক ভাবে আছে সাবধান,
না করিতে পারে যেন কোথায় প্রস্থান
দেখিতেছে সাবধানে উকি ঝুকি মেরে,
রহিয়াছে মোহাম্মদ বসি নিজ ঘরে।
কখন দেখিছে ক্ষুদ্র জানালার ফাঁকে,
আলি সহ দাঁড়াইয়া আছেন নির্ব্বাকে।

নিশির প্রথম যামে হইল আদেশ,
হজরত আলিকে ডেকে কহেন বিশেষ।
শুন ভ্রাতঃ এই কাজ কর এইক্ষণ,
দেও তব পরিধান অঙ্গের বসন।
মম পরিধান বস্ত্র সব তুমি নেও,
আমার চাদর নিয়ে তুমি গায়ে দেও।
শুয়ে থাক আমারই শয়ন-শয্যায়,
এখনি যাইব আমি বলেছি তোমায়।

হজরত গৃহ ছেড়ে হলেন বাহির,
নাহি পড়িলেন কোন চক্ষে প্রহরীর।
ক্ষণকাল পরে তারা দেখে উকি মেরে,
শুয়েছেন মোহাম্মদ শয্যার উপরে।
গায়েতে চাদর ঢাকা আছেন শুইয়া,
যাবে কোথা আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়া।

এদিকেতে হজরত অতি দীন বেশে,
হইলেন উপস্থিত বুবকর বাসে।
পূর্ব্ব হ'তে বুবকর ছিলেন প্রস্তুত,
পথের খরচ জন্য রাখেন মজুদ—
ছয় শত দেশী মুদ্রা দুটী উট আর,
রাখিয়াছিলেন তিনি সঙ্গে লইবার।

হজরত বলিলেন চল চল ভাই,
এখনি মদিনা যাব আর দেরি নাই।
আদেশ পেয়েছি আমি এখনি যাইব,
বিলম্ব করিয়া কেন আদেশ লঙ্ঘিব।
চল ভাই দুই জনে শীঘ্র চল যাই,
এখানে বিলম্ব করা নাহি আর চাই।
কোন গুপ্ত স্থানে গিয়ে আমরা থাকিব,
নিশীথে আবদুল্লা মুখে সকল শুনিব।
তারপর সুব্যবস্থা করিব যা হয়,
উষ্ট্র দুটী গুপ্ত ভাবে রাখ এ সময়।
আবুবকরের পুত্র আবদুল্লা চতুর,
আসমা কন্যার নাম প্রকৃতি মধুর।
কিছু খাদ্য সঙ্গে দিয়ে করিল বিদায়,
সন্ধান করিবে তারা সর্ব্ব ঘটনায়।
এই উপদেশ দিয়া হ'লেন বাহির,
একমাত্র বুবকর সঙ্গেতে নবীর।

৯ম সর্গ।

এদিকে প্রহরিগণ হজরতের গৃহে,
নানা স্থানে খাড়া হয়ে রয়েছে আগ্রহে।
উজ্জ্বল আকাশ ক্রমে উজ্জ্বল হইল,
ঊষা আসি হাসি হাসি আঁধার নাশিল।

প্রহরিদিগের মধ্যে কোন এক জন,
জিজ্ঞাসিল গৃহ-লোকে মোহাম্মদ কথন।
মোহাম্মদ গৃহ মাঝে কি করেন বল,
উত্তর করিল তুমি নেহাত পাগল।
নিশীথ সময়ে তিনি গেছেন চলিয়া,
নাই তিনি হেথা কেন রয়েছ বসিয়া।
মাথা হেঁট করি শেষে প্রহরী ক'জন,
কপাটের ফাঁকে দেখে শুয়ে এক জন।
সহাস্যে বলিল সবে দেখ না শয্যায়,
শুয়ে আছে মোহাম্মদ বিঘোর নিদ্রায়।
মহা রোষে সকলেই অসি নিষ্কোষিয়া,
রহিল দ্বারের কাছে আঁখি পাকলিয়া।
যেমন খুলিবে দ্বার অমনি ধরিব,
সুযোগ না পাই তবে কাটিয়া ফেলিব।
করাঘাত পদাঘাত হইতেছে দ্বারে,
ভেঙ্গে দ্বার জোর করে প্রবেশিবে ঘরে।
নিদ্রা ভঙ্গ হইলেক তখনি আলীর
খুলি দ্বার গৃহ হ'তে হ'লেন বাহির।
দেখিয়া যুবকগণ পাগলের প্রায়,—
জিজ্ঞাসিল বল আলী মোহাম্মদ কোথায়?
আলি বলিলেন তিনি আবু বকর ঘরে,
গিয়াছেন রজনীর তৃতীয় প্রহরে।

আমিও যাইব তথা এই যাইতেছি,
আর কি জিজ্ঞাসা কর স্পষ্ট বলিতেছি।

আলীর জ্বলন্ত বাক্যে কোরেশের দল,
বিকম্পিত কলেবরে বিহ্বল সকল।
কি করিবে কোথা যাবে কিছু ঠিক নাই,
শেষে অসি নিষ্কোষিয়ে ছুটিল সবাই।
মুহূর্ত্তেক মাঝে কথা প্রকাশ হইল,
মক্কা হ'তে মোহাম্মদ আজি পলাইল।
ঘিরিল কোরেশগণ বুবকর ঘর,
ক্রোধেতে গর্জ্জন করে মুখে ধর ধর।
আসমাকে জিজ্ঞাসিল দুষ্ট আবু জাল,
বল তোর পিতা কোথা শীঘ্র করি বল।
"বাড়ী নাই তিনি" আসমা করিল উত্তর,
ক্রোধে আবুজাল কিল মারে গণ্ডোপর।
শত্রুগণ গৃহ মাঝে হুঙ্কারে পশিয়া,
তন্ন তন্ন করে ঘর দেখিল খুঁজিয়া।
গৃহ-সজ্জা দ্রব্য আদি লণ্ড ভণ্ড করি,
দূরে নিক্ষেপিল ক্রোধে মহা রোষে ভরি।
কিন্তু পাইল না তারা খুজিয়ে দোহায়,
গৃহজাত দ্রব্য আদি লুটে লয়ে যায়।
মহা বলশালী যত কোরেশ নন্দন,

বেগগামী অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ।
দ্রুত গতি চারি দিক পড়িল ছড়ায়ে,
কোথা যাবে মোহাম্মদ দিনে পলাইয়ে।
পর্ব্বত শিখর আর তাহার গুহায়,
বিজন জঙ্গলে আর বৃক্ষের তলায়।
বালুকার স্তূপে আর মরুভূমি মাঝে,
থাকিবার সন্দেহ যেখানে উপজে।
সেই সেই স্থানে সবে করে অন্বেষণ,
কোন স্থানে হজরতের না পায় দর্শন।

এদিকেতে হজরত রজনীর শেষে,
মক্কার দক্ষিণ দিক পথ নির্ব্বিশেষে।
থর পর্ব্বতের ধারে উভয় আসিলে,
দেখা দিল ঊষা আসি নিশী গেল চলে।
প্রত্যূষে দেখিলে লোকে কি হবে উপায়,
করিলেন ইচ্ছা দোহে প্রবেশি গুহায়।
উপযুক্ত গুহা দেখি আশ্রয় লইতে,
হয়েছেন অগ্রসর দোহে এক সাতে।
এমন সময় হায়! অশ্ব পদ ধ্বনি,
প্রবেশ করিল কর্ণে দোহার অমনি।
পশ্চাৎ ফিরিয়া ত্রস্তে দেখেন দোহায়,
অশ্বারোহী সৈন্যগণ আসিছে ত্বরায়।

উভয়ের ইচ্ছা হ'ল পর্ব্বত গুহায়,
লুকাইয়া আত্মরক্ষা করি এ সময়।
এতই নিকটে তারা আসিয়া পড়িল,
পলাইতে কোন দিকে পদ না উঠিল।
ভয়ে বুবকর প্রাণ কাঁপিতে লাগিল,
মুখ ফুটে বলিলেন বুঝি প্রাণ গেল!
সংখ্যায় অধিক তারা আমরা দু জন,
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ হায় রে এখন।

হজরত ঈশ্বর প্রতি সর্ব্বদা নির্ভর,
করিতেন প্রতি কার্য্যে ঈশ্বর গোচর।
বলিলেন বুবকরে ভয় পাইয়াছ,
ঈশ্বর করুণাময় নাহি দেখিতেছ।
উহারা হাজার হ'ক অধিক সংখ্যায়,
কিন্তু সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বর সহায়।
সেই শক্তিমান্ প্রভু আমাদের সঙ্গে,
থাকিতে পাইব ভয় মরিব আতঙ্কে?

আবুবকর হজরতের ঈশ্বরে বিশ্বাস,
দেখিয়া তাঁহার মনে হইল আশ্বাস।
ঈশ্বর করেন রক্ষা বিপদে যাঁহারে,
কার সাধ্য বল তাঁকে কে মারিতে পারে?

কি আশ্চর্য্য ঈশ্বরের মহিমা অপার,
শত্রুগণ ঝড় বেগে গিরি হৈল পার।
কার চক্ষে পড়িল না উভয়ের দেহ,
হায় রে করুণা তাঁর কি আশ্চর্য্য স্নেহ?
রক্ষা পাইলেন দোঁহে ঈশ্বর কৃপায়,
সত্য সত্য তুমি সত্য—সত্য দয়াময়।

মক্কা হ'তে মদিনার যেই পথে যায়,
তার বিপরীত দিকে পর্ব্বত গুহায়।
হেরা পর্ব্বতের গুহা বড়ই নির্জ্জন,
সে গুহায় দুই জন করেন গমন।
আবদুল্লা বুবকর যুবক তনয়,
নিশীথে গুহার মাঝে গিয়ে সব কয়।
কোরেশেরা কোন দল কোথায় গিয়াছে,
কোন দল কোন দিক হ'তে ফিরিয়াছে।
কোরেশেরা ভাবে নাই কখনি মনেতে,
মোহাম্মদ রয়েছেন এত নিকটেতে।
ক্লান্ত হয়ে হজরত গুহার ভিতর,
মাথা রাখি বুবকর জানুর উপর।
বিঘোর নিদ্রার বশে হয়ে অচেতন,
রয়েছেন ঘুমাইয়া বিশ্রাম কারণ।

দেখিলেন বুবকর ছিদ্র বহুতর,
রয়েছে গুহার গায়ে পোরা বিষধর।
ছিদ্র পথে মাথা দিয়ে করিছে গর্জ্জন,
বুঝি হজরতেরে আজ করিবে দংশন।
নিদ্রায় বিভোর হয়ে রয়েছেন শুয়ে,
নিদ্রা ভঙ্গ করিব না হজরতে জাগায়ে।
এত বলি শিরস্ত্রাণ ফাড়িয়া ফাড়িয়া,
বিবরের মুখে দেন পুটুলী করিয়া।
প্রত্যেক বিবর মুখ বন্ধ করা ভার,
শিরস্ত্রাণ শেষ হ'ল কিছু নাহি আর।
শেষ মাত্র পিরাহান ফাড়িয়া ফাড়িয়া,
অবশিষ্ট ছিদ্র মাঝে দিলেন গুজিয়া
এক ছিদ্র বুজাইতে কিছু রহিল না,
বুবকরে হ'ল শেষে বিষম ভাবনা।
পরিশেষে পদদ্বয় একত্র করিয়া,
ছিদ্র মুখে রাখিলেন সজোরে চাপিয়া।
মহারোষে বিষধর করিয়া গর্জ্জন,
বুবকর পদতলে করিল দংশন।
দংশনেতে ব্যথা, বিষ উঠিল জ্বলিয়া,
নাহি ছাড়িলেন পদ রহেন চাপিয়া।
বিষে জর জর অঙ্গ কাঁপিছে শরীর,
যন্ত্রণায় বুবকর হলেন অস্থির।

পরিশুষ্ক কণ্ঠ তালু জড়িত রসনা,
স্বরভঙ্গ বুকে চাপ বিষম যাতনা।
নিলীমা হয়েছে আঁখি ঘুরিতেছে শির,
চারি দিকে হ'ল যেন আঁধার গভীর।

হেন কালে হজরতের হ'ল নিদ্রা ভঙ্গ,
দেখি বুবকর দশা শিহরিল অঙ্গ।
সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করি অবস্থা তাঁহার,
শুনিলেন সংক্ষেপে দংশন ব্যাপার।
তাড়াতাড়ি হজরত বেস্‌মেল্লা বলিয়া,
মুখামৃত দিয়া বিষ তোলেন চুষিয়া
ঈশ্বর কৃপায় বিষ হ'য়ে গেল জল,
সুস্থ হয়ে বুবকর কহেন সকল।

তৃতীয় রজনী শেষে আবদুল্লা আসমা,
বুবকর পুত্র কন্যা গুণে নাহি সীমা।
নিশীথ নিশিতে দোহে যেরূপ প্রকার,
আসিতেন গুপ্ত ভাবে গুহার মাঝার।
আসিলেন দুই জনে খাদ্য আদি লয়ে,
কোরেশ দলের কথা কন বিবরিয়ে।

হজরত বলিলেন মদিনা যাইব,
এ প্রকার গুহা মাঝে আর না থাকিব।
আবদুল্লা আসমা গিয়া উষ্ট্র আনি দিল,
বেসমেল্লা বলিয়া দোহে উটে আরোহিল।
একত্রে উভয়ে ত্যজে প্রিয় জন্মস্থান,
হজরত বলেন আল্লা তুমি নেগাহ্‌বান।
তোমারই হুকুমে যাই মদিনা নগর,
রক্ষা কর দয়াময় দয়ার সাগর।
জন্মভূমি ছেড়ে যাই তোমারই আদেশে,
তুমি রক্ষাকর্ত্তা প্রভু সদা সর্ব্ব দেশে।
তুমি ভিন্ন কেহ নাই উপাস্য আমার,
আশ্রয় নাহি রে কেহ তোমা ভিন্ন আর।
ভাল মন্দ তুমি জান তুমি সর্ব্বময়,
পালক রক্ষক তুমি, তুমি জ্ঞানময়।
আজ্ঞাবহ এ কিঙ্কর দাস অনুদাস,
সঁপিয়াছে আত্ম মন করিয়া বিশ্বাস।
যাও প্রিয় আবদুল্লা ঘরে ফিরে যাও,
আশীর্ব্বাদ করি সুখে জীবন কাটাও।
কেঁদ না আসমা আর পিতার কারণ
ঈশ্বর কৃপায় শীঘ্র হইবে মিলন।
প্রিয় জন্মভূমি মক্কা দেওরে বিদায়,
তোমারই কল্যাণ হেতু যাই মদিনায়।

উদ্দেশ্যে প্রণাম করি আত্মীয় স্বজনে,
না বুঝে করিলে এত এই খেদ মনে।
যদি রে এস্‌লাম ধর্ম্ম যদি সত্য হয়,
বাজিবে এস্‌লাম ডঙ্কা মক্কায় নিশ্চয়।
চল ভাই বুবকর নিশি হ'ল শেষ,
ঈশ্বর কৃপায় এই গতি নহে শেষ।

---

১০ সর্গ।

কোরেশের গুণ্ডা দল ভাবিয়া আকুল,
আশায় পড়িল ছাই নাহি দেখি কুল।
মোহাম্মদ মদিনায় চলিয়া গিয়াছে,
খুজিয়া পাইব হাতে কথা সব মিছে।
আবু সুফিয়ান বলে ক্ষান্ত দেওয়া নয়,
ঢেঁডরা পিটিয়া দেও হ'ক দেশময়।
মোহাম্মদে যেই ব্যক্তি ধরিয়া আনিবে,
সহস্র মোহর সেই এনাম পাইবে।

পারিবে না যেতে তারা শীঘ্র মদিনায়,
অচেনা পথেতে বল কেবা শীঘ্র যায়।
কত লোক কত স্থানে আছে কত ভাবে,
যদি দেখা পায় তবে দেবতা প্রভাবে।

এই ত আশ্চর্য্য কথা দেব দেবী যত,
মোহাম্মদ প্রভাবেতে সবে যেন নত।
যেন সবে করে ভয় মোহাম্মদ নামে,
কহিল না তারা কিছু তাহাদের কামে।

দলে দলে যায় চলে ঘোষণা করিয়া,
এনাম বখ্‌শিশ পাবে আনিলে ধরিয়া।
বলুক সকল ঠাঁই বাজায়ে নাগারা,
হাজার মোহর আছে পুরস্কার ধরা।
মোহাম্মদ নাম তাঁর আবদুল্লা নন্দন,
মক্কা হ'তে মদিনায় করেছে গমন।
ধরে দিতে যে পারিবে আমাদের হাতে
হাজার মোহর ভাই পাবে হাতে হাতে।

সকলেই সায় দিল সুফিয়ান কথায়,
ঘোষণা করিতে লোক দলে দলে যায়।
হাজার মোহর গ'ণে পাবে পুরস্কার,
বাতাসের আগে আগে কথার প্রচার।
কত সাজ সজ্জা করি সাজে কত জন,
দ্রুতগামী অশ্বোপরি চড়ে কত জন।
দ্রুত গতি চলে যায় মদিনার পথে,
কত জন চলিলেক কেবলই অপথে।

যার মনে যেইরূপ সন্দেহ হইল,
সে তার সুযোগ বুঝে সে পথ ধরিল।

খ্রীষ্টের ছয় শত বাইশ সনের,
বিশে জুন তারিখের শেষাংশ রাত্রের।
হজরত ছাড়িয়া মক্কা যান মদিনায়,
বাঙ্গালা হিসাবে জ্যৈষ্ঠ মাস কহা যায়।
জ্যৈষ্ঠমাস তপনের বিষম উত্তাপ,
সূর্য্যের প্রতাপ সহ বায়ুর প্রতাপ।
মরুভূমি প্রভাবেতে ক্লান্ত শ্রান্ত অতি,
চলেছেন উষ্ট্র পরে দুই মহামতি।
লোহিত সাগর কুল ভূমি অভিমুখে,
সমভূমি অতিক্রমে যান সুখে দুঃখে।
হেন কালে শুনিলেন অশ্ব পদ ধ্বনি,
উঠিলেন চমকিয়া দুজন অমনি।
অশ্ব পদ শব্দ যেন নিকট আসিছে,
মুহূর্ত্তেক পরে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।
মহাবেগে অসিতেছে ঘোড়া ছুটাইয়া,
দেখেন হজরত বামে ফিরি তাকাইয়া।
অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হাতে নেজা তীর,
বাম পার্শ্বে তরবার পৃষ্ঠেতে তূণীর।
চর্ম্ম বর্ম্মে আঁটা দেহ অতি দীর্ঘ কায়,
লোহিত বরণ আঁখি রক্তজবা প্রায়।

চর্ম্ম বর্ম্মে আঁটা দেহ অতি দীর্ঘ কায়,
লোহিত বরণ আঁখি রক্ত জবা প্রায়।
কোরেশ বংশের কেহ নহে এই জন,
হাঁক ছেড়ে ডেকে কহে কর্কশ বচন।
আর কোথা যাবি ভেগে মোহাম্মদ তুই,
একাঘাতে একচোটে মারিব যে দুই।
"সোরাকা" আমার নাম লাভে পুরস্কার,
আসিয়াছি মোহাম্মদ মাথা কাটিবার।
হাজার মোহর আমি বখ্‌শিস্‌ পাইব,
দুই জনা মাথা কেটে মক্কাতে লইব।
দূর হ'তে এই কথা বলিতে বলিতে,
আসিতে লাগিল দস্যু হাসিতে হাসিতে।

আবুবকর বলিলেন আর রক্ষা নাই,
একাঘাতে দুইজনে মারিবেক ঠাঁই।
হজ্‌রত বলেন ভাই ভাবনা কি তায়,
আমি দাঁড়াইব আগে মারুক আমায়।
জীবন্ত ঈশ্বর প্রতি করহে নির্ভর,
ইচ্ছাময় ইচ্ছা পূর্ণ হউক সত্বর।
এই আমি তাঁর নাম হৃদয়ে ভরিয়া,
দেখ দাঁড়ায়েছি উষ্ট্র বেগ সম্বরিয়া।

সোরাকা ধরিয়া বর্শা এই অবসরে,
অগ্রসর হন আর দৃঢ় মুষ্টি করে।
হজরতের বক্ষে বিদ্ধ করিল করিল,
সুতীক্ষ্ণ বর্শার ফল চমকে উঠিল!
এই হ'ল বুঝি বক্ষ হয়ে গেল পার,
তখন অটল যেন অচল প্রকার।
চাকচিক্য দেখাইয়া বর্শার ফলক,
চক্ষেতে লাগিল ধাঁধাঁ মারিয়া ঝলক।
কি আশ্চর্য্য এলাহির হায়রে কৌশলে,
স্খলিত অশ্বের পদ, পড়িল ভূতলে।
অশ্ব চাপে সোরাকার পাঞ্জর ভাঙ্গিল,
পলকে ঈশ্বর এই, খেলা দেখাইল।
সোরাকা ভাবিল প্রাণ গেলরে আমার
ছাড়িবে না মোহাম্মদ ছাড়িবে না আর।
সোরাকা প্রাণের ভয়ে হ'য়ে জড় প্রায়,
প্রাণ ভিক্ষা মাঙ্গে ধরি হজরতের পায়।
সোরাকার কাতরোক্তি হজরত শুনিয়া,
গলিল তাঁহার প্রাণ তোলেন ধরিয়া।
প্রাণের শত্রুকে ক্ষমা করি স্নেহ ভরে,
আজ্ঞা করিলেন পরে আবুবকরেরে।
আজ্ঞা পেয়ে এক খণ্ড অস্থির উপর,
ক্ষমা নিদর্শন পত্র লিখি অতঃপর।

দিলেন সোরাকা হাতে করিলেন মানা,
হেন পাপ কার্য্য আর কখন কর’না।

সোরাকায় রাখি তথা তাঁহারা দুজন,
সমভূমি পার হয়ে করেন গমন।
ক্রমে মরুভূমি অংশ উষ্ট্রের সহায়,
পার হ’য়ে ক্রমে ক্রমে দোঁহে চলে যায়।
অষ্টম দিনের পরে কোবা নাম গিরি,
উঠিলেন উভয়েতে তার শৃঙ্গোপরি।
তথা হৈতে দেখা যায় মদিনা নগর,
প্রকৃতির শোভা হেরে হরিষ অন্তর।
নগরের গণ্য মান্য মহা ধনিগণ,
পর্ব্বত শিখরে অতি করিয়া যতন।
মনোরম্য হর্ম্ম সব নির্ম্মাণ করিয়া,
করিতেছে সুখে বাস সুখের লাগিয়া।
পার্ব্বতীয় সুখ সেব্য শুদ্ধ সমীরণ,
সদা আমোদিত করে ধনি জন মন।
পীড়ার প্রকোপে যারা হয়েছে দুর্ব্বল,
স্বাস্থ্যোন্নতি হেতু তারা আসি দলে দল।
এমনি বায়ুর গুণ কোবা পর্ব্বতের,
সর্ব্ব পীড়া শান্তি হয় উন্নতি দেহের।

পর্ব্বত ভরিয়া আছে বৃক্ষ ফলবান,
দাড়িম্ব কমলা পীচ ও আঙ্গুর প্রধান।
আখরোট বাদাম নেবু, মনক্কা বিস্তর,
নাসপাতি মিষ্ট অতি সেব্য মনোহর।
পর্ব্বতের কুক্ষি হ'তে সহস্র ধারায়,
সুস্নিগ্ধ সুমিষ্ট জল পড়ে ঝরনায়।
নয়নের তৃপ্তি হেতু কত প্রস্রবণ,
মৃত্তিকা হইতে ঊর্দ্ধে ধাইছে গগণ।
বহুদিন ক্লান্তি পর হজরত রসুল,
দেখি পর্ব্বতের শোভা হ'লেন আকুল।
স্নিগ্ধ হ'ল মন প্রাণ বায়ুর হিল্লোলে।
শীতল শ্যামল ছায়া দেখি কুতূহলে।
বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হইল তাঁহার,
স্নেহ স্বরে বলিলেন ভাই বুবাকার।
কিছুক্ষণ এই স্থানে করিব বিশ্রাম,
বড়ই সুখের স্থান মনের আরাম।
উষ্ট্র হ'তে উত্তরিয়ে উভয়ে তখন,
স্নিগ্ধ জলে সুশীতল করি দেহ মন।
যেই স্থানে হজরত প্রথম নামিয়া,
রাখিয়াছিলেন পদ বেস্‌মেল্লা বলিয়া।
তাকোয়া নামেতে এক মসজিদ প্রধান,
হইয়াছে চিহ্ন হেতু কালেতে নির্ম্মাণ।

ভক্তগণ শ্রদ্ধা ভরে পরম যতনে,
করেন ঈশ্বর ধ্যান এখনও সেখানে।
তকওয়ার মন্দির পার্শ্বে যেই কূপ আছে,
সে কূপ তটেতে যেই পাদপ রয়েছে।
বিশ্রাম লাভের তরে যাইয়া তথায়,
বসিয়াছিলেন প্রভু গাছের তলায়।
ইহকালে যেই জন হয় ভাগ্যবান,
সেই সে দেখিতে পায় সে পবিত্র স্থান।
কিছুক্ষণ হজরত বিশ্রাম করিয়া,
দেখেন প্রকৃতি শোভা শিখরে উঠিয়া।
পশ্চিমে শ্যামল তৃণে হয়ে আচ্ছাদিত,
জাবালারাফাত গিরি হয়েছে উত্থিত।
মস্তক উন্নত করি খাড়া রহিয়াছে,
দেখিয়া ভাবুক প্রাণ ভাবেতে গলেছে।
দক্ষিণ পূরবে দৃশ্য রেখা বহু দূরে,
নেজ্জদ উপত্যকা আছে ব্যাপি প্রকৃতিরে।
উত্তরে বিবিধ জাতি বৃক্ষ আচ্ছাদিত,
উপত্যকা শোভিতেছে মদিনা সহিত।
প্রকৃতির রম্য শোভা হেরিয়ে নয়নে,
ভক্তিভাবে জগদীশে প্রণমিয়ে মনে।
বুবকরে কহিছেন কি সুন্দর শোভা,
চেয়ে দেখ উত্তরেতে কিবা মনোলোভা।

মদিনার দূর ছবি এত চমৎকার,
না জানি রয়েছে কিবা মধ্যেতে উহার।

বায়ুচেয়ে দ্রুত বেগে সংবাদ ছড়ায়,
এসেছেন মোহাম্মদ আজি মদিনায়।
কোবা পাহাড়ের পারে বিশ্রাম কারণ,
রয়েছেন বুবকর সহিত এখন।
শুনহে মদিনা বাসী শুন সমাচার,
অভ্যর্থনা করে আন রাজা মদিনার।
খরতর বেগে বায়ু নগরে বহিয়া,
কহিতেছে আয় আয় শূন্যেতে মিশিয়া।
মদিনার যশোবার্ত্তা জগতে ঘোষিবে,
সঙ্গে সঙ্গে এস্‌লামের মহত্ত্ব বাড়িবে।
এসলাম গৌরব-সূর্য্য মদিনা উদিবে,
ধর্ম্মের নিশান হেথা সজোরে উড়িবে।
এসলাম বিজয় ডঙ্কা প্রথমে বাজিবে।
বিজয় গৌরব জ্যোতিঃ অগ্রে বিকশিবে
এসলামের শান্তিপূর্ণ জয় সিংহাসন,
সন্তোষে মদিনা বুকে করিবে ধারণ।
জগত পূজিত হবে এসলাম সমাজ,
তারি সূত্রপাত হেথা হইবেরে আজ।

এস্লামের ধর্ম্মবলে জগত কাঁপিবে,
তারই মূল তত্ত্ব বীজ আজিরে রোপিবে।
চন্দ্র সূর্য্য তারা আদি অই যে আকাশ,
যত দিন রবে ভবে থাকিবে প্রকাশ।
ততদিন এসলামের দুন্দভি বাজিবে,
ধর্ম্মের প্রতাপে ধরা কম্পিত হইবে।
রওজা শরিফের কথা বলিব কি আর,
বহিবে পবিত্র ভাবে মদিনা সে ভার।
লক্ষ লক্ষ যাত্রী এসে বৎসর বৎসর,
দর্শন করিবে রওজা পুণ্যের আকর।
মহাতীর্থ স্থান হবে মোসলেম গণের,
সর্ব্বোচ্চ স্থানেতে স্থান পাবে জগতের।

মক্কা হ'তে মদিনায় ইতিপূর্ব্বে যাঁরা,
এসেছিল শুনিলেন এ সংবাদ তাঁরা।
হজরতের আগমন শুনিয়া সকলে,
উৎসবে মাতিয়া যেন কোবা দিকে চলে।
হজরতে দেখিয়া সবে আনন্দ অপার,
এত দিনে দূর হ'ল মহা দুঃখ ভার।

বোরেদা নামেতে এক পুরুষ প্রধান,
বহু অনুচর সহ প্রভু সন্নিধান।

আসি কোবা গিরি পরে প্রার্থনা জানায়,
এস্লাম ধর্ম্মেতে দীক্ষা করুন আমায়।
সত্তর জন অনুচর সহ আসিয়াছি,
কায়মনে সত্য ধর্ম্মে বিশ্বাস করেছি।
হজরত সন্তুষ্ট হয়ে কালেমা পড়ান,
নিয়মিত দীক্ষা কার্য্য কার সমাধান।
ধর্ম্মমতে নানা মতে দিয়া উপদেশ,
ধর্ম্মমতে করিলেন নিষেধ, আদেশ।

"সোলেমান" নামে এক বিখ্যাত বিদ্বান,
পৌত্তলিক ধর্ম্মে তাঁর ছিল ভক্তি জ্ঞান।
ঠাকুর দেবতা পূজা করেন সতত,
পৌত্তলিক ধর্ম্মে ক্রিয়া যাহা আছে যত।
খৃষ্ট দেব মন্দিরেতে খৃষ্ট ভক্ত মুখে,
উপাসনা আরাধনা শুনি মন সুখে।
দেব দেবী যত আছে তারা কিছু নয়,
সুধুই মাটীর দলা মাটীতেই লয়।
প্রাণ নাই জ্ঞান নাই নাহি কোন বোধ,
তাকে যে ঈশ্বর ভাবে সে বড় অবোধ।
এই মহা বাক্য বলে সোলেমান প্রাণে,
বিধিল দুরন্ত ভাবে মন নাহি মানে।

পৌত্তলিক ধর্ম্ম মনে করি বিসর্জ্জন,
সত্য ধর্ম্ম দেশে দেশে করে অন্বেষণ।
নানা দেশ দেশান্তরে ভ্রমিতে লাগিল,
কোন স্থানে মনোমত ধর্ম্ম না পাইল।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শেষে যায় মদিনায়,
নগর বাসীর মুখে শুনিল তথায়।
নব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মোহাম্মদ নাম,
এসেছেন মদিনায় এই শুনিলাম।
নগরের সন্নিধানে কোবা নামে গিরি,
উপদেশ দিতেছেন মূল সূত্র ধরি।
হাজার হাজার লোক যাইয়া তথায়,
শুদ্ধ হয়ে বসিতেছে ধর্ম্মের ছায়ায়।
সুশীতল হইতেছে ধর্ম্মে দীক্ষা হয়ে,
দেশে দেশে দেখিয়াছ এও দেখ গিয়ে।

পূর্ব্ব হ'তে সোলেমান মনের বিকারে,
ভ্রমিতে ছিলেন নানা দেশ দেশান্তরে।
এসলাম ধর্ম্মের কথা শুনেছে যেমন,
হজরতে দেখিবারে হয়েছে মনন।
ত্বরা করি কোবা গিরি উপরে যাইয়া,
খাড়া হ'ল হজরতের দু পদ চুমিয়া।

শেষ কথা সবিশেষ শুনিয়া হজরত,
করেন আনন্দে দীক্ষা যথাবিধি মত।
সোলেমান শিষ্য হয়ে হজরত নিকট,—
রহিল, গেল না কোথা ভক্তি অকপট।
মোস্লেমের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় প্রতিদিন,
কোথা পরে জনস্রোত বহে রাত্রি দিন।
মদিনায় মান্যমান ছিলেন যাঁহারা,
ক্রমে হজরতের শিষ্য হলেন তাঁহারা।
জন সাধারণ মুখে ঈশ্বরের নাম,
ঈশ্বর নামের স্রোত বহে অবিরাম।
উচ্চৈঃস্বরে আল্লা নাম ঘোষিত হইছে,
মনের আনন্দে সবে মাতিয়া উঠিছে।
এত দিন অন্ধকারে ছিলাম ডুবিয়া,
মোহাম্মদ উপদেশে গেল তা ঘুচিয়া।
ভাঙ্গ প্রতিমার ঘর ভাঙ্গরে ঠাকুর,
ফেল আস্তাকুড়ে নিয়ে করে দেও চুর।
মানুষ কি হয় কভু পাগল এমন,
হাতে গড়ে পূজা করে প্রভু নিরঞ্জন।
দূর দূর করে সবে পূজার পুতুল,
ভেঙ্গে চুরে দিল ফেলে বুঝি নিজ ভুল।
মদিনায় করে সবে মুখে আল্লা নাম,
দূরেতে ছড়ায় শব্দ বায়ু অবিরাম।

শূন্যেতে ছড়ায়ে শব্দ চারি দিকে ধায়,
কত দেশ দেশান্তরে সেই শব্দ যায়।
মদিনার লোক সব ধর্ম্মে মাতিয়াছে।
এক মনে মোহাম্মদ শিষ্য হইয়াছে।
ধর্ম্মভাব হইয়াছে এত মদিনায়,
দিন রাত ধর্ম্মকথা কহিছে সবায়।
মাঝে মাঝে একবার অতি উচ্চৈঃস্বরে,
আল্লাহ রসুল বলি মাতিছে হুঙ্কারে।
পথে ঘাটে জনরবে ঈশ্বরের নাম,
জ্বলন্ত ভাবেতে ঘোষে নাহি রে বিরাম।

১১শ সর্গ।

এদিকে হজরত আলী মক্কা ধাম হ'তে।
উপস্থিত হইলেন কোবা পাহাড়েতে।
দুরন্ত কোরেশগণ আলীকে ধরিয়া
রেখেছিল কারাগারে হজরত লাগিয়া।
মক্কা ছেড়ে হজরত আসিবার পরে
বড়ই দৌরাত্ম্য হয় আলীর উপরে।
জানিতে আলীর কাছে হজরত সন্ধান,
দৌরাত্ম্য করিল কত আবু সুফিয়ান।

বন্দী ক'রে রেখেছিল ঘরে অন্ধকার,
দিনান্তে খাইতে দিত সামান্য আহার।
এক খণ্ড শুষ্ক রুটী এক পাত্র জল,
ছিল এই বন্দী ভাগ্যে খোদার কৌশল
বন্দীখানা হ'তে আলী কৌশল করিয়া,
ছুটিলেন মনে মুখে এলাহী ভাবিয়া।
দিনেতে জঙ্গল গুহা করিয়া আশ্রয়,
থাকিতেন গোপনেতে নিশির আশায়।
চলিতেন নিশিযোগে মরুভূমি হয়ে,
মদিনায় আসিলেন কত কষ্ট সয়ে।
হজরত বড়ই খুশী আলীকে পাইয়া,
শুনিলেন সব কথা ক্রমে জিজ্ঞাসিয়া।
চারি দিন পরে সব নব শিষ্যগণ,
নগরে লইতে সবে করে আকিঞ্চন।
পর্ব্বতে থাকিয়া প্রভু আর কাজ নাই,
সেবিব স্ত্রী কন্যা সহ ও পদ সবাই।
ছয় শত বাইশ সাল দোসরা জুলাই,
রবিয়ল আউলের তারিখ ষোলই।
শুক্রবারে করিবেন মদিনা প্রবেশ,
হইল সুস্থির দিন শুনিল আদেশ।
শুক্রবার প্রত্যুষেতে করিলেন স্নান,
অমল ধবল বস্ত্র করি পরিধান,

গিরি হ'তে ধীর পদে হ'লেন বাহির,
সহস্র সহস্র লোক দাঁড়ায়ে সুস্থির।
উৎসুক হয়েছে এরা দেখিবার তরে,
ডাকিলেন ইশারায় নিকটে সবারে।
দুই হস্ত জোড় করি খুলি মন প্রাণ,
ডাকিলেন এলাহীরে করিলেন ধ্যান।
ঈশ্বরের কৃপা হেরি নিজের জীবনে,
ডাকিলেন প্রাণ ভয়ে অতি কায়মনে।
মক্কাতে ছিলাম আমি কয়েদির প্রায়,
বসাইলে সিংহাসনে এনে মদিনায়
পাগল বলিয়া কত ঘৃণা করিয়াছে।
কত অপবাদ দিয়া কত কি বলেছে।
শারীরিক কত কষ্ট দিয়াছে আমায়,
আমারই আত্মীয়গণ, হায়রে। মক্কায়।
শেষে প্রাণ বধ করে শত্রুতা অনল,—
নিবাইতে শত্রুদল ছুটিল সকল।
শত দিকে শত লোক ছুটিতে লাগিল,
ঈশ্বর কৃপায় মোরে কেহ না দেখিল।
আনিলেন দয়াময় নির্ব্বিঘ্নে হেথায়,
প্রচার করিতে ধর্ম্ম এই মদিনায়।
মনে মুখে তাঁর নাম করিবার তরে,
পারি নাই কোন দিন কোরেশের ডরে।

এখন ঈশ্বর নাম শত রসনায়,
সমস্বরে উচ্চারণ হ'তেছে হেথায়।
প্রাণ মন ভরে নাম ঘোষণা কারণ,
বেড়ায়েছি দিবানিশি করে অন্বেষণ।
কোন স্থানে কাহাদের সন্মুখে আমার,
এলাহির নাম করে ভাঙ্গি মন ভার।
পাই নাই পারি নাই এত দিন যাহা,
কৃপা করি দয়াময় দিয়াছেন তাহা।
জীবনের ব্রত মোর করি উদযাপন,
পাইয়াছি এই স্থান মনের মতন।
জলদ গম্ভীর স্বরে হজরত তখন,
একেশ্বর ভিন্ন নাই আর কোন জন।
সেই এক পরমেশ উপাস্য সবার,
আর কেহ নাই যারে করি নমস্কার।
মাথা ঠুকে কান্না কেন্দে দুঃখ বলিবার,—
সেই এক ভিন্ন নাহি কোথা কেহ আর।
পরিত্রাণ পাইবার আর পথ নাই,
তাঁর আজ্ঞা মান্য করি চলিবে সবাই।
নর হত্যা ব্যভিচার পরিত্যাগ কর,
রমণী নিগ্রহ-বাণ দুহাতে সম্বর।
নিগ্রহ কর'না আর কেহ অবলায়,
যত্নকরে রেখ দেখ সতত মায়ায়।

অত্যাচার অবিচার স্ত্রী জাতির প্রতি,
কখন করনা কেহ রাখিও পীরিতী।
নিরাশ্রয় অবলায় যাতনা দিওনা,
ধর্ম্ম গ্রন্থে খোদা তালা করিয়াছে মানা।
স্ত্রীলোকের কথা আছে কোরাণে প্রচার,
পুরুষের অস্থি হ'তে জনম তাহার।
করিওনা তার প্রতি রূঢ় আচরণ,
সবিনয়ে করিতেছি এই নিবেদন।
নব ধর্ম্ম মূল:তত্ত্ব বর্ণনা করিয়া,
দিলেন বুঝায়ে সবে বহু বিস্তারিয়া।
পরে উষ্ট্র পৃষ্ঠোপরি করি আরোহণ,
গিরি ছেড়ে নগরেতে করেন গমন।
সংখ্যায় সপ্ততি জন অনুচর তাঁর,
অশ্বারোহী হয়ে অস্ত্রে বাঁধিয়া কাতার।
হজরতের আগে, আগে যাইতে লাগিল,
কেহ রাজছত্র এনে মাথায় ধরিল।
হোসেব নামেতে এক শিষ্যের প্রধান,
উচ্চৈস্বরে হজরতের করে গুণ গান।
আনন্দে মাতওয়ারা হ'য়ে সেই ধর্ম্মবীর,
পতাকা উড়ায়ে যাবে করিলেন স্থির।
নিজ শিরস্ত্রাণ বস্ত্র বাঁধিয়া দণ্ডেতে,
উড়াইয়া দিল বীর শূণ্য আকাশেতে।

জয় রবে চারি দিক মাতায়ে তুলিল,
এস্লাম রাজত্ব যেন স্থায়িত্ব হইল।
হজরত ধীরে ধীরে হন অগ্রসর,
এক দিকে আলী অন্যদিকে বুবকর॥
এস্লামের জয় রব এমনি ঘোষিল,
বিপক্ষ দলের মন কাঁপিয়া উঠিল।
মদিনাতে ইহুদিরা আছে দলে বলে,
পৌত্তলিক আছে কত একত্রে সকলে॥

কোবা হ'তে দুই ক্রোশ মদিনা শহর,
অতি সুপ্রশস্ত পথ দৃশ্য মনোহর।
পথপার্শ্বে দুইদিকে পরম সুন্দর,
ফল পুষ্পে শোভে বৃক্ষ অতি তৃপ্তিকর॥
লতা পুষ্প সৌরভেতে পথ আমোদিছে,
প্রকৃতি শোভায় মন দ্বিগুণ মাতিছে।
প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া,
আনন্দে হজরত প্রাণ যায়রে গলিয়া।
চারি দিকে জয় ধ্বনি এস্লামের জয়,
পর্ব্বত প্রান্তর পথ প্রতিধ্বনি ময়।
কয় দিন পূর্ব্বে যাঁকে পরাণের ভয়ে,
ছাড়িতে হয়েছে গৃহ আকুল হৃদয়ে।

তাঁহার সম্মান আজ সম্রাট সমান,
হায়রে ঈশ্বর তুমি দয়ার নিদান।
তোমার কৌশল কণা কে বুঝিবে হায়,
যুগস্পদে পদ পায়, কার পদ যায়।
স্মরিয়ে এসব কথা মনের বিকারে,
দুই চক্ষে ঝরে বারি অবিরত ধারে।
ক্রমে ক্রমে নগরের নিকটে গমন,—
করিলে, দেখেন চেয়ে জন সাধারণ।
পথের দুধারে খাড়া রয়েছে সকলে,
কথা নাহি শুনা যায় জন কোলাহলে।
দৌড়িছে আবাল বৃদ্ধ কত নর নারী,
কেহ উচ্চৈস্বরে কয় দেখনা নেহারী।
ঐ দেখ আসিতেছে মুখে এই রব,
জনতা হইয়া পার যাওয়া অসম্ভব।
সাবধানে সাবধানে অশ্বারোহী দল,
জনতা ভাঙ্গিয়া চলে, করিয়া কৌশল।
অনেকেই বুবকরে হজরত ভাবিয়া,
লাগিল প্রণত হ'তে ভক্তিতে ভরিয়া।
বুবকর সসম্মানে হস্ত ইশারায়,
নতশিরে হজরতেরে দেখান সবায়।
দেখা মাত্র মহানন্দে জয়ধ্বনি করে,
যাহাদের দৃষ্টি পড়ে হজরত উপরে।

ক্রমে নগরের মাঝে করেন প্রবেশ,
ভাবিছেন হবে কোথা গমনের শেষ
কার গৃহে যাইবেন কাহাকে ছাড়িয়া,
ভাবিছেন মনে মনে কথা বিচারিয়া।
হেনকালে বাহনের উষ্ট্র একস্থানে,
বসিয়া পড়িল ক্ষান্ত দিয়া সে গমনে।
শত চেষ্টাতেও উষ্ট্র আর উঠিলনা,
আশ্চর্য্যান্বিত হয় সবে দেখি এ ঘটনা।
আবু আয়ূব নামে এক সম্ভ্রান্ত প্রধান,
সেই স্থানে ছিল স্থিতি তাঁর বাসস্থান।
তাঁরই গৃহ প্রাঙ্গণেতে বাহন থামিল,
ইহাতে আপত্তি আর কার না রহিল।
সেই গৃহে বাসস্থান হইল নির্ণয়,
বহু দুর্দ্দিনের পর সুদিন উদয়।
ঈশ্বর প্রেমিক আর ভক্ত জন যাঁরা,
এইরূপ কষ্টপেয়ে সুখী হন তাঁরা।
পরীক্ষা করেন আগে পান মহাদুঃখ,
উত্তীর্ণ হইলে শেষে ভোগ মহাসুখ।

১২শ সর্গ।

এস্লাম ধর্ম্মের তেজ বড়ই প্রখর,
হিংসা দ্বেষ শত্রু ভাব কিবা মনান্তর।
অই তেজে জ্বলে পুড়ে হয়ে ছারখার,
হয় উভয়ের মাঝে প্রণয় সঞ্চার।
ধর্ম্মের এমনি ধর্ম্ম আশ্চর্য্য এমন,
থাকেনা উভয় মাঝে বিচ্ছেদ কখন।
যদি উভয়েতে সত্য এস্লাম আশ্রয়,
করে থাকে তবে কভু না হবে ব্যত্যয়।
এস্‌লামে ২ হবে অবশ্য মিলন,
শত্রু ভাব উভয়ে না হবে কদাচন।
তবে মুখে এক ভাব অন্তরেতে আর,
এস্লামের চিহ্ন নহে এরূপ প্রকার।

ছিল দুই সম্প্রদায় মদিনা প্রধান,
পরস্পর হিংসা দ্বেষ ছিল বর্ত্তমান।
বহুকাল হৈতে সেই উভয় দলেতে,
মারামারি কাটাকাটি করিত যুদ্ধেতে।
এস্লামের ধর্ম্ম প্রেম এমনি প্রভাব,
উভয় দলের মাঝে হ'ল ধর্ম্ম ভাব।

দুই দল এক যোগে দীক্ষিত হইল,
মনে মুখে সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।
ধর্ম্ম গ্রহণের পরে হইল সরল,
এক প্রাণ এক দেহ হ'ল দুই দল।
ধর্ম্মের বন্ধনে দূর হ'ল হিংসা দ্বেষ,
চির শত্রু মিত্র হয় পেয়ে উপদেশ।
মদিনায় এস্লামের বিজয় নিশান,
উড়িতে লাগিল উচ্চে বিধির বিধান।
সাহায্য করিল যারা এস্লাম ধর্ম্মের,
"আনসার" * বলিয়া আখ্যা হইল তাদের।
মক্কা হৈতে মদিনায় আসিলেন যাঁরা,
মহাজেরিন † নাম লাভ করিলেন তাঁরা।

দুই দল এক সূত্রে বাঁধিবার তরে,
একই মণ্ডলী ভুক্ত করেন দুয়েরে।
পরস্পর বদ্ধ হ'ল এই প্রতিজ্ঞায়,
ছাড়িবনা কেহ কারে যাবনা কোথায়।
সুখে দুঃখে সমভাবে জীয়নে মরণে,
শত্রুর সহিত দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের রক্ষণে।

---

* আন্সার—সাহায্যকারী।

† মহাজেরিন—স্বদেশত্যাগী।

পরস্পর সহায়তা করিবে করিব,
একযোগে একপ্রাণে স্বধর্ম্ম রক্ষিব।
হক্ ভিন্ন ভেদ দলে কিন্তু মনে এক,
সেই এক একেশ্বর সর্ব্ব কার্য্য এক্।
পবিত্র এস্‌লাম শান্তি পশে যে হৃদয়ে,
তাড়িত প্রবাহ ছুটে সবে এক হয়ে।
কাটাকাটি মারামারি জীবনের সার,
ছিল যাহাদের কার্য্য এমনি অসার।
ধর্ম্মের মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে তারা,
এক লক্ষ্য এক পথে দেখ যায় তারা।
একমাত্র সত্য নাম সেই ঈশ্বরের,
প্রচার করাই লক্ষ্য ছিল হজরতের।
সসম্মানে রাজ পদ * পেয়ে মদিনার,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট নাহি হয় কখন তাঁহার।
সাধন করিতে সেই লক্ষ্য জীবনের,
বদ্ধ পরিকর হন দৃঢ়তা মনের।
সুখৈশ্বর্য্যে তাঁর মন কভু ফিরিল না,
দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল ঈশ্বরোপাসনা।
ছিল না মনের মত উপাসনা স্থান,
করিলেন যত্ন করে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ।
এস্‌লাম ধর্ম্মেতে কোন আড়ম্বর নাই,
সর্ব্বব্যাপী একেশ্বর মাত্র ভক্তি চাই।

পথে ঘাটে মাঠে কর ঈশ্বরোপাসনা।
কোন বাধা নাই তাতে কিছু নাই মানা।
তত্রাচ নিৰ্দ্দিষ্ট স্থান হ'লে এই হয়,
ধৰ্ম্ম ভাবে ভ্রাতৃ ভাব সদা দৃঢ় রয়।
একসঙ্গে একসাতে ঈশ্বরোপাসনা,
করিলে প্রেমের বৃদ্ধি সফল কামনা।
ভ্রাতৃ ভাব দৃঢ় হয় একতা সূত্রেতে,
পুণ্য বৃদ্ধি পায় আর বিধি শাস্ত্র মতে।
বিনা আড়ম্বরে এক মস্‌জিদ নিৰ্ম্মাণ,
করিলেন মনযোগ দিয়া মন প্রাণ।
খোর্ম্মা বৃক্ষ কাণ্ডে হৈল স্তম্ভ সারি সারি,
খোর্ম্মা পত্র যোগে ছাদ হইল তাহারি।
মৃত্তিকা ইষ্টকে তার হইল প্রাচীর,
স্বহস্তে করেন কাৰ্য্য যত ধৰ্ম্মবীর।
হজরত আপন হাতে মস্‌জিদ নিৰ্ম্মাণে,
করিতেন যত কাজ অতি সযতনে।
দীর্ঘ প্রস্থ একশত পঁচিশ বর্গ গজ,
প্রশস্ত তিনটী দ্বার নাহিরে গম্বুজ,
তিন দ্বারে তিন নাম দিলেন হজরত,
করুণা, জিব্রীল, কেব্‌লা, নাম এই মত।
মস্‌জেদের এক অংশে অন্য চিহ্ন দিয়া,
রাখিলে নতাহা হৈতে পৃথক্ করিয়া।

নিরাশ্রয় গৃহ শূন্য মোস্‌লেম সন্তান,
তাহাদের জন্য এই সুনির্দ্দিষ্ট স্থান।
আশ্রয় বিহীন হয়ে যে জন যাইবে,
ঈশ্বরের গৃহে বাস সচ্ছন্দে করিবে।
পাইবেনা কোন কষ্ট আশ্রয় কারণ,
হজরতের এই সাধ এই আকিঞ্চন। *

প্রথম মস্‌জেদ এই এস্‌লাম ধর্ম্মের,
মদিনায় হয় স্থায়ী যত্নে হজরতের।
এইত মস্‌জেদ আদি তাল পত্র ছায়া,
কে বুঝিতে পারে বল এলাহির মায়া।
কোটি কোটি মস্‌জেদ জগতে এখন,
হইয়াছে কত আর হইবে স্থাপন।

---

* এই মস্‌জেদ এক খোর্ম্মা বাগান মধ্যস্থিত গোরস্থানের উপব নির্ম্মিত হয়। ভূমি স্বামী বিনামূল্যে ভূমি দান কবিতে চাহিয়াছিলেন, হজরত তাহা গ্রহণ না করিয়া উচিত মূল্য দানে ভূমি ক্রয় করিয়া, কববস্থ মৃত দেহ সকলের অস্থি সমূহ সম্মানে অন্য স্থানে পুনঃ সমাধি করাইয়া মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিলেন। হজরতের পর এই মস্‌জেদ নানা কারু কার্য্যে বিভূষিত ও রঞ্জিত হইয়া নূতন আকারে পুনঃ গঠিত হইয়াছে, এবং অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ইহা "মস্‌জেদ্‌-আল্‌-নবি" নামে খ্যাত হইয়া মদিনায় চিরস্থায়ী কীর্ত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে।

এতদিন মোস্‌লেমের উপাসনালয়,
কোন স্থানে হয় নাই কাফেরের ভয়।
শত্রু ভয়ে ভীত হয়ে যেথানে সেথানে,
পাহাড়ে প্রান্তরে গুহা অতি গুপ্ত স্থানে।
করিতেন উপাসনা সঙ্কুচিত হয়ে,
এখন প্রকাশ্য ভাবে প্রশস্ত হৃদয়ে।
করিবেন উপাসনা একত্র সকলে,
মন প্রাণ খুলে মিলে সবে এক দলে।
ডাকিবেন ভক্ত গণে কিরূপ প্রকার,
এই কথা মনে মনে উঠিল তাঁহার।
নিরূপিত সময়েতে করে কি উপায়,
করিবেন আওভান কিরূপে সবায়,
একবার ভাবিলেন ভেরী বাজাইয়া,
আহ্বানিব শিষ্যগণে নামাজ লাগিয়া।
আবার হইল মনে অতি উচ্চস্থানে,
অগ্নি জ্বেলে নমাজেতে ডাকি ভক্তগণে।
হইলনা ইহাতেও মনের সান্ত্বনা,
মনে মনে হজরতের হইল ভাবনা।

জায়েদের পুত্র আবদুল্লা নাম তাঁর,
কহিলেন স্বপ্নে আজি দেখি এ প্রকার।

উপাসনা হেতু সবে ডাকিবার তরে,
উচ্চৈস্বরে ডাকিতেছে এরূপ প্রকারে।

ঈশ্বর মহৎ ঈশ্বর মহৎ, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই ২, মোহাম্মদ (দঃ) ঈশ্বরের প্রেরিত ২। প্রার্থনা করিতে আইস, প্রার্থনা করিতে আইস। মনস্কামনা পূর্ণ জন্য উপস্থিত হও ২। ঈশ্বর মহৎ, ঈশ্বর মহৎ। প্রার্থনা করিতে আইস, প্রার্থনা করিতে আইস ; এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই—

উপাসক মণ্ডলীকে করিতে আহ্বান,
এই প্রণালীর নাম হইল আজান।
হজরত সন্তোষ হয়ে সম্মতি প্রকাশ,—
করিলেন এইরূপ করিতে প্রকাশ।
প্রভাত সময়ে এই পদ্ম যোগ কর,
"নিদ্রা হ'তে উপাসনা হয় শ্রেষ্ঠতর।"
সে দিন হইতে আর এই বর্ত্তমান,—
সময়েতে হইতেছে ওরূপ আহ্বান।
যত কাল চন্দ্র সূর্য্য রহিবে ধরায়,
আহ্বানিবে উপাসকে ওরূপে সবায়।
কখনই কোনকালে কিবা কোন দিন,
হইবেনা ও পদের কোন অঙ্গহান।

এইরূপ এস্লামের ধর্ম্মের বিধান,
সর্ব্বকালে সমভাবে রবে বিদ্যমান।

রজনীতে অন্ধকার বিনাশ কারণ,
জ্বালিতেন কাষ্ঠ মাঝে মস্জেদে তখন।
তমোরাশি বিনাশিয়া উজ্জ্বল করিত,
কিন্তু তাতে ভাল মত আলো না হইত।
শেষে তৈল বাতি দিয়া প্রদীপ মাটীর—
জ্বালান ব্যবস্থা হয় নাশিতে তিমির।
মস্‌জেদ অভ্যন্তরে মাটীর উপরে,
দাঁড়াইয়া হজরত অতি মিষ্ট স্বরে।
মধুমাখা উপদেশ দিতেন সবায়,
শুনি বিগলিত হ'ত শিষ্য সমুদায়।
কিন্তু হজরতের মুখ চক্ষে অনেকের—
পড়িত না দেখে তাই কারণ দুঃখের।
হইল শিষ্যের মনে আক্ষেপ কারণ—
দেখিতে না পাই মোরা পবিত্র বদন।
হজরত শুনিয়া তাহা সৃষ্টি মেম্বরের,
করিলেন সেই হ'তে সন্তোষে শিষ্যের।
মেম্বর উপরে বসি দেন উপদেশ,
দেখিয়া শুনিয়া সবে হরিষ অশেষ।

মদিনার স্থানে স্থানে ইহুদি খৃষ্টান,
করিত বসতি তারা ভাবি নিজ স্থান।
ভেবেছিল ইহুদিরা আপন মনেতে,
আমাদের মুসা এই প্রকাশ জগতে।
ত্রাণকর্ত্তা দেবতার আগমন আশে,
আশা-পথ চেয়েছিল উদ্ধার উদ্দেশে।
হজরতের হাব ভাব প্রভাব বুদ্ধির,
দেখে শুনে মনে মনে করেছিল স্থির।
আমাদের পয়গম্বর না হ'লে এমন,
কে প্যারিবে হেন কার্য্য করিতে সাধন।
ইসাই দিগকে অগ্রে পরাভব করি,
রাজত্ব করিব শেষে রাজ দণ্ড ধরি।
পুনঃ জন্মভূমি গিয়ে মনের হরিষে,
সুখেতে করিব বাস স্বাধীনতা বশে।
দলে দলে ইহুদিরা হজরত নিকটে,
এসে অনুগত হয় ভক্তি অকপটে।
দিন দিন দিন গত হইতে লাগিল,
তাহাদের সে বিশ্বাস ক্রমেতে টলিল।
দেখিল খৃষ্টানগণে সমূলে বিনাশ,
করিবার কোন কথা করে না প্রকাশ।
উপরন্ত তাহাদের বাড়িল সম্মান,
উচ্চভাবে করিতেন "ইসা" কে সম্মান।

আর কথা অন্য অন্য জাতির উপরে,
কর্ত্তৃত্ব করিতে যা'তে মোস্লেমেরা পারে।
তাহারই সুযোগ আর সুবিধা করিতে,
নানা কার্য্য অনুষ্ঠান করেন স্বমতে।
পৌত্তলিক ছেড়ে যেই হয় মুসলমান,
তাহাকেই ভ্রাতা বলে করেন সম্মান।
হজরতের উদারতা প্রেম সর্ব্ব জনে,
দেখি ইহুদিরা হিংসা করিলেক মনে।
ভ্রাতৃ ভাব প্রেম ভাব করি ব্যবহার,
যতই ঘনিষ্ঠ ভাব করেন প্রচার।
ততই ইহুদিগণ দূর হ'তে চায়,
মিলনে অনিচ্ছা আশা ঘোর শত্রুতায়।
প্রকাশ্যে বন্ধুতা ভাব শত্রুতা গোপনে,
ইহুদি স্বভাব এই জানে সর্ব্বজনে।
হজরত তাহাদের সন্তুষ্ট কারণ,
করিলেন কত চেষ্টা কতই যতন।
স্বাধীন ভাবেতে নিজ অর্চ্চনা ধর্ম্মের,
ন্যায্য অধিকার ভোগ সুখেতে মনের।
কিছুতেই কোন মতে কিছু হইল না,
ইহুদি দিগের মন কিছু ফিরিল না।
প্রকাশ্য বন্ধুত্ব ভাব সর্ব্বদা দেখায়,
গোপনে মোস্‌লেম ধ্বংস মন্ত্রণা যোগায়

১৩শ সর্গ।

হজরত মদিনার শাসন কারণ,
সুন্দর ব্যবস্থা বিধি করি প্রণয়ন।
প্রকাশ্য ঘোষণা পত্রে করিয়া প্রচার,
কোন্ কার্য্য কিরূপেতে হবে কি প্রকার।
মক্কা ও মদিনা বাসী যত মুসলমান,
সাহায্য করিবা যত আছে বর্ত্তমান।
ইহারা সকলে মিলে হবে এক জাতি,
দুঃখে সুখে সকলেই সকলের সাথী।
সংগ্রামে সন্ধিতে হবে সবে এক প্রাণ,
জীবনে মরণে সবে একই সমান।
ধর্ম্মদ্রোহী মহাশত্রু হইবেক যারা,
তাদের সহিত যুদ্ধ সন্ধি শান্তি করা।
একাকী করিতে কেহ কভু পারিবে না,
যা করে করিবে সবে করিয়া মন্ত্রণা।
ইহুদিরা যারা এই নির্দ্দিষ্ট সভায়,
যোগ দিয়ে আমাদের সঙ্গী হ'তে চায়।
আমাদের দল ভুক্ত করিতে হইবে,
মোস্লেমের ন্যায় তারা সুবিধা পাইবে।

স্বাধীন ভাবেতে গিয়া আপনার ধর্ম্ম,
ক্রিয়া আদি ধর্ম্মগত নিজ নিজ কর্ম্ম।
মোস্‌লেমের ন্যায় তারা স্বাধীন প্রকার,
করিতে পারিবে তাতে বাধা নাই আর॥
ইহাদের সঙ্গে যারা সন্ধি করিয়াছে,
তাদের এ সব পেতে অধিকার আছে॥
শত্রু আক্রমণ হ'তে মদিনা নগর,
করিতে হইবে রক্ষা বাঁধিয়া কোমর।
ইহুদি ও মুসল্মান একত্র মিশিয়া,
এক প্রাণ এক মনে বক্ষ বিস্তারিয়া।
শত্রুর সম্মুখে একযোগে দাঁড়াইবে,
ঈশ্বরের নাম করি মদিনা রক্ষিবে।
অপরাধিগণ শাস্তি অবশ্য পাইবে,
যাহারা অন্যায় কার্য্য এখানে করিবে॥
মণ্ডলীতে শান্তিভঙ্গ করিবে যে জন,
সকলে করিবে ঘৃণা তারে সর্ব্বক্ষণ।
নিকট আত্মীয় হ'লে তাহাকে আশ্রয়,
দিবে না কেহই ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
এই বিজ্ঞাপন পত্র মানিবে যাহারা,
মদিনায় সুরক্ষিত হইবে তাহারা।
মণ্ডলীর মাঝে কোন ঘটিলে বিবাদ,
প্রথমে আমার কাছে দিবে সে সংবাদ॥

তারপর উভয়েতে ঈশ নাম করি,
মীমাংসার ভার দিবে আমার উপরি।
দোশোদ্ধার তন্ত্র মন্ত্র প্রণালীর সার,
করিলাম এই তার ঘোষণা প্রচার।
একতা সূত্রেতে বাঁধা রহিবে এ দল,
সেই এক একেশ্বর আমাদের বল।
ভ্রাতৃ ভাব মূল মন্ত্র মনে যেন রয়,
ঈশ্বর প্রভাবে হবে মদিনার জয়।

১৪শ সর্গ।

হজরতের নিকটস্থ আত্মীয় স্বজন,
করিলেন মদিনায় ক্রমে আগমন।
মাননীয়া খদিজার কন্যা রত্ন দ্বয়,
ওস্মে কুলস্থম আর ফাতেমা উভয়।
আসিলেন এক সঙ্গে মদিনা নগরে,
দেখি হজরতের প্রাণ আনন্দে উভরে।
আবুবকরের কন্যা আয়েশা কুমারী,
সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা ছিলেন সুন্দরী।
আসিলেন মদিনায় নিকটে পিতার,
আর কত জন এল সঙ্গেতে তাঁহার।
কুমারী আয়েশা বিবি বিয়ে হয় নাই,
সেই হেতু বুবকর চিন্তিত সদাই।

ইতিপূর্ব্বে মক্কায় হজরত সহিত,
আয়েশা-বিবাহ কথা হয় উপস্থিত।
পাত্রীর বয়স অল্প জানিয়ে হজরত,
করিলেন সে সময় বিবাহে অমত।
সাত বৎসরের পাত্রী বিবাহ হইতে,
কোন বাধা নাহি ছিল আরব দেশেতে!
আরবের স্বাভাবিক জল বায়ু গুণে,
বালিকারা খাড়া হয় আসিয়া যৌবনে।
তাহাতেও হজরত সাত বছরের,
পাত্রীকে বিবাহ করা ভাবিয়া দোষের।
তাই সে সময় বিয়ে হয় না মক্কায়,
কিন্তু কথা স্থির ছিল জানিত সবায়।
আবুবকর উপরোধে হজরত এক্ষণে,
হইলেন সম্মত এ বিবাহ বন্ধনে।
শুভদিনে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল,
সিদ্দিকের মনোআশা ভাগ্যে পূরাইল।
অতি দীন ভাবে হৈল বিবাহ আয়েশার,
আড়ম্বর কিছু নাই অতি মিতাচার।
আমোদ প্রমোদ নাই তামাসা কৌতুক,
আদান প্রদান নাই সেলামী যৌতুক।
দীনহীন দরিদ্রের বিবাহ যেমন,
আয়েশা বিবির বিয়ে হইল তেমন।

আড়ম্বর আয়োজন কিছুমাত্র নাই,
সুধু দুগ্ধ পানে তৃপ্ত হইল সবাই।
আয়েশার বিবাহের কিছু দিন পরে,
আর এক বিবাহ হৈল মদিনা নগরে।
হজরতের প্রিয় কন্যা ফাতেমা বিবির,
বিবাহ হইল সঙ্গে হজরত আলীর। *
দীন দুঃখীগণ বিয়ে হয় যেইরূপ,
ফাতেমা বিবির বিয়ে হইল সেরূপ।
আড়ম্বর ধুমধাম কিছুমাত্র নাই,
সুধু ফল খেয়ে তৃপ্তি, হইল সবাই।
রাজ রাজেশ্বর যিনি প্রভু মদিনার,
যদি মনে ইচ্ছা হ'ত বিবাহ কন্যার।
রাজার কন্যার মত করি আয়োজন,
দিব ফাতেমার বিয়ে করেছি মনন।
কত অর্থ ব্যয় হ'ত কথায় কথায়,
কে করিত লিখা জোখা গণনা তাহায়।
নিজ দশা নিজ মনে করিয়া বিচার,
দিলেন কন্যার বিয়ে দুঃখীর প্রকার।
বর কন্যা উভয়ের শয়নের তরে,
দিলেন মেষের চর্ম্ম আশীর্ব্বাদ করে।

---

* বিবাহ সময়ে হজরত আলির বয়স ২৫ বৎসর, আর হজরত ফাতেমা জোহরার বয়স ১৮ বৎসর হইয়াছিল।

দুইখানি বস্ত্র আর এক শিরস্ত্রাণ,
দিলেন কন্যারে এই অঙ্গ আভরণ।
একটী জলের পাত্র জাঁতা এক জোড়া,
জল রাখিবার জন্য মেটে দুই ঘড়া।
ইহা ভিন্ন দিতে আর সাধ্য হইল না,
হায়রে নিঃস্বার্থ মন নাহিরে তুলনা।
বাসনা করিলে তুমি স্বুবর্ণ রজতে,
কত গৃহ শয্যা তুমি পারিতেরে দিতে।
আজ্ঞামাত্র মণি মুক্তা জড়িত হীরায়,
কত জনে দিত প্রভু তোমার কন্যায়।
কত স্বকোমল শয্যা দিত উপহার,
হায়রে তোমার মন হায়রে বিচার।
যা তোমার আছে প্রভু তাই তুমি দিলে,
নিজ কার্য্যে অপরের কাছে না চাহিলে।
যেমন অবস্থা তব তেমনি ব্যাপার,
তেমনি তোমার কার্য্য হায়রে ব্যাভার।
রাজ্যেশ্বর হয়ে প্রভু দরিদ্রের ন্যায়,
শুতেন চেটাই পেতে কিম্বা মৃত্তিকায়।
খেতেন সামান্য রুটী মধু ও খেজুর,
স্বীয় হস্তে আবর্জ্জনা করিতেন দূর।
স্বহস্তে মার্জ্জনী লয়ে নিজ গৃহ দ্বার,
করিতেন নিয়মিত রূপে পরিষ্কার।

গৃহ কার্য্যে কোন ভৃত্য ছিলনা তাঁহার,
করিতেন কাজ কর্ম্ম নিজে আপনার।
মার্জ্জনী লইয়া হাতে গৃহের প্রাঙ্গণ,
পরিষ্কার করিতেন করিয়া যতন।
ছেঁড়া বস্ত্র ছেঁড়া জুতা হাতে আপনার,
করিতেন মেরামত সম্মুখে সবার।
কূপ হ'তে জল তুলি নিজে আনিতেন,
খাদ্যাভাবে অনাহারে দিন কাটিতেন।
কাটা ফাটা ছেঁড়া বস্ত্র তালি দিয়ে কত,
পরিতেন হজরত জীবনে সতত।
সামান্য ইঙ্গিতে যার ঐশ্বর্য্য ভবের,
পড়িত আসিয়া হায় নিকটে পদের।
আভরণ মণি মুক্তা অঙ্গের ভূষণ,
চাহিলেও পাইতেন বুঝি অগণন।
তাহা না করিয়া প্রভু ভিখারীর প্রায়,
থাকিতেন অতি দীন বেশে মদিনায়।
জগতের সুখৈশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ করি,
দীনহীন কাঙ্গালের মত বেশ ধরি।
থাকিতেন মদিনায় ঈশ্বর নামেতে,
মহিমা গৌরব তাঁর প্রতিষ্ঠা করিতে
সুখৈশ্বর্য্য বিলাসের নিকটে কখন,
নাহি করিতেন নবি কদাচ গমন।

দিন ২ মদিনায় মোস্লেমের দল,
বৃদ্ধি হয়ে বৃদ্ধি পায় ঐশ্বরিক বল।
ক্রমে চারিদিক হয় ইহাই ঘোষণা,
এস্লাম গৌরব-কীর্ত্তি সহায় মদিনা।
সর্ব্ব উচ্চ স্থানে স্থান হ'ল মদিনার,
জগতে মদিনা তুল্য স্থান নাহি আর।
মদিনার গৌরব ক্রমেই বাড়িবে,
কত কীর্ত্তি মদিনায় জাগ্রত রহিবে।
সর্ব্বোপরি এক কীর্ত্তি এমন ঘটিবে,
বিশ্বময় সে কীর্ত্তির ঘোষণা ঘোষিবে।
সুযশ সুখ্যাতি পুষ্পে বাড়িবে সৌরভ,
চিরকাল স্থায়ী রবে মদিনা গৌরব।

তাপস মালা।

এই মহা মূল্যবান গ্রন্থখানী পারস্য ভাষায় তাজকেরাতল আউলিয়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ইহাতে ৯৬ জন জগত বিখ্যাত মুসলমান তাপস ঋষি, ওলি দরবেশ গণের জীবনী সন্নিবিষ্ট আছে। ৬ খণ্ডে সমাপ্ত। মূল্য ৩৲ টাকা।

এমাম্ হাসন ও হোসেন।

এই গ্রন্থে ইমাম দ্বয়ের জীবনী, কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা বলীর বিস্তৃত বিবরণ, ধর্ম্মার্থে তাঁহাদের জীবন বিসর্জ্জন ইত্যাদি বিবরণ লিখিত আছে। পাঠ করিতে বসিলে অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত হইয়া যায়। মূল্য ১৲ টাকা।

মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তৎ প্রবর্ত্তিত ইসলাম ধর্ম্ম।

ইহাতে হজরত রসুল করিমের সদগুণাবলী এবং ইসলাম ধর্ম্মের মহাত্মা ও সৌন্দর্য্য অতি সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে, মূল্য ৶০।

মহাপুরুষ চরিত ১ম ভাগ।

ইহাতে হজরত ইব্রাহিম, হজরত মুসা ও হজরত দাউদ (আলা) এই তিনজন মহাতেজস্বী পয়গাম্বরের জীবনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, মূল্য ৶০।

হাফেজ।

পারস্যের মহা কবি হাফেজ সিরাজীর লিখিত পারস্য ভাষার অপূর্ব্ব ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ দেওয়ান হাফেজের বঙ্গানুবাদ মূল্য ১৲ টাকা।

চারিটী সাধ্বী মুসলমান নারী।

অর্থাৎ বিবি খোদেজা, আয়েশা ও হজরত ফাতেমা জোহরা (রা) ও তপস্বিনী রাবেয়ার পবিত্র জীবনী, মূল্য ।৶০ আনা।

হজরত মোহম্মদের জীবনী।

শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহম্মদের (সঃ) পবিত্র জীবনী মূল্য ৩৲ টাকা।

শাহজাহান কোং—১১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা